চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 264 Thursday, 24 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা ✱ ৬ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ আগস্ট রাতে মৃত ছাত্রের র‍্যাগিং হয়েছিল বলে প্রমাণ পেলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তদন্তকারীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

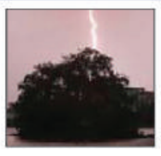

ক্লাস চলাকালীন আচমকা বাজ পড়ে আহত হল ৬ ক্ষুদে পড়ুয়া সহ ৭ জন। ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে লাউদোহার জামগড়া গ্রামে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভারত ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ১৫-তম ব্রিকস সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ওডিআই ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে শুভমন গিলের। পঞ্চম স্থানে ছিলেন তিনি। একধাপ উপরে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন গিল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

চাঁদের মাটিতে ভারতের বিজয় পতাকা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মহাকাশ জয় করল ভারত। সারা বিশ্ব যা পারেনি তা আজ করে দেখিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। বিশ্বে প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করল কোনও দেশ। মহাকাশবিজ্ঞানের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হল ভারতের নাম। চাঁদের নিকষ কালো হিমশীতল আঁধার পিঠের রহস্য এবার একে একে খুঁজে বের করবে চন্দ্রযানের বিক্রম আর প্রজ্ঞান। চাঁদমামার বাড়িতে নিরাপদেই পৌঁছে গেছে তারা। চাঁদের মাটি ছুঁয়ে বিক্রমের পেট থেকে বেরিয়েছে রোভার প্রজ্ঞান। এবারই তার আসল কাজ শুরু। চাঁদে এখন টানা ১৪ দিন থাকবে বিক্রম-প্রজ্ঞান। তবে পৃথিবীর হিসেবে ১৪ দিন। আসলে কিন্তু এক চান্দ্র দিন, মানে চাঁদের সময়ের হিসেবে একদিন। এই সময়কালেই সব কাজ সেরে নিতে হবে দু'জনকে। চাঁদের মাটিতে এখন বিস্তর খাটাখাটনি আছে রোভারের। চাঁদের ৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের যেখানে বিক্রম নেমেছে সেই জায়গার আশপাশ বিপদসঙ্কুল। একে তো তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। হিমশীতল আঁধারে ঘেরা চাঁদের দক্ষিণ পিঠ। তার উপর খানাখন্দ ছড়িয়ে চারদিকে। চাঁদের ধুলো রেগোলিথও সেখানে ছটফটে। আয়নিত কণারা প্রচণ্ড উত্তেজিত। চাঁদের ধুলো সামলে গহ্বর এড়িয়ে সাবধানে পা ফেলতে হবে রোভার। ৬টা চাকা ছুটিয়ে সে এবার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চষে বেড়াবে। রোভারের চারদিকে লাগানো সোলার প্যানেল কাজ করা শুরু করবে এবার। পৃথিবীর সময়ের হিসেবে ১৪ দিন চাঁদের দক্ষিণ পিঠে সূর্যের আলো থাকবে। এই আলোকে কাজে লাগিয়েই শক্তি তৈরি করবে রোভার। তাতেই তার চাকা

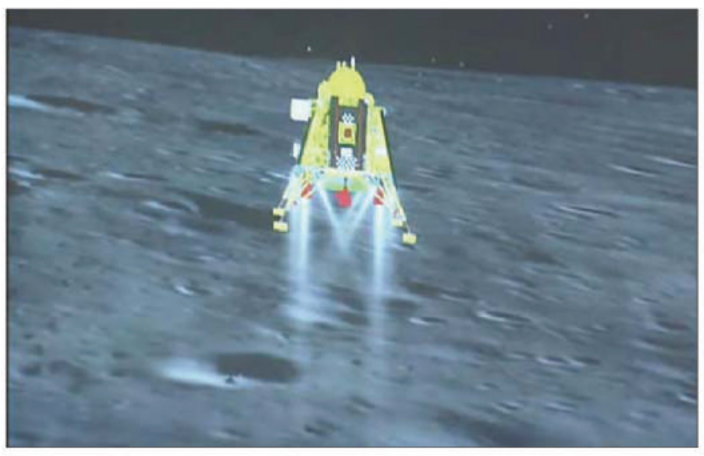

দৌড়বে, কাজ করবে হাই-রেজোলিউশন ক্যামেরা। ইসরো জানিয়েছে, তৃতীয় চন্দ্রযানের রোভার অনেক উন্নত। এতে আছে আলফা পার্টিকল এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার এবং লেজার ইনডিউসড ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ। চাঁদে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলবে, নুড়ি-পাথর কুড়োবে, বরফের অস্তিত্ব খুঁজবে রোভার প্রজ্ঞান। চাঁদের মাটিতে খনিজের খোঁজও করবে সে। পাশাপাশি, চাঁদের মাটিতে অশোক স্তম্ভ এবং ইসরোর প্রতীক চিহ্নও আঁকবে রোভার। অর্থাৎ চাঁদ জয় করে দেশের বিজয় চিহ্ন এঁকে দেবে প্রজ্ঞান। চাঁদে বাতাস নেই। কিন্তু নানারকম গ্যাস আছে। চাঁদের মাটির কাছে গ্যাসের স্তর পরীক্ষা করবে রোভার। হিলিয়াম, নাইট্রোজেন কী মাত্রায় আছে তা পরিমাপ করবে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, চৌম্বকক্ষেত্রও নেই। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সূর্যের তেজ বেশি সময় ধরে দেখা যায় না। তার কারণ চাঁদ তার কক্ষপথে সামান্য হেলে থাকে। ফলে চাঁদের উত্তর মেরুর তুলনায় দক্ষিণ মেরু অনেক বেশি অন্ধকার। এই কারণে হিমশীতল দক্ষিণ মেরুতে বরফ থাকার সম্ভাবনা বেশি। আর বরফ মানেই জল। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে হাইড্রজেন ও অক্সিজেন। এখান থেকে লাভ হবে দু'টো, এক, হাইড্রজেন ব্যবহার করা যেতে পারে জ্বালানি হিসেবে। দুই, অক্সিজেন শ্বাস নিতে সাহায্য করবে। কাজেই আগামী দিনে চাঁদে বসে মানুষের গবেষণার কাজ সহজ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এদিন প্রধানন্ত্রী মোদি বলেন, "আমার প্রিয় পরিবাবেরের সদস্যরা যখন নিজেদের চোখের সামনে এরকম ইতিহাস তৈরি হতে দেখি, তখন জীবন ধন্য হয়ে যায়। এরকম ঐতিহাসিক ঘটনা রাষ্ট্রের জন্য গর্বের বিষয়। এই মুহূর্তটা অবিস্মরণীয়। এই মুহূর্তটা উন্নত ভারতের ঢক্কানিনাদ। এই মুহূর্তটা নয়া ভারতের ঢক্কানিনাদ।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আগে বলা হত যে চাঁদমামা অনেক দূরে আছে। শিশুরা বলত যে চাঁদমামা অনেক দূরে আছে। এবার এমন একটি দিন আসবে, যখন শিশুরা বলবে যে চাঁদমামা একটি ট্যুরের দূরে আছে।"

নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ রাজ্য-রাজনীতিতে এখন শাসক-বিরোধী বলতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। তাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হলেও মূল কথা হবে যুযুধান দু'পক্ষের মধ্যে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে সেখানে সিপিএম এবং কংগ্রেসকেও ডাকা হয়েছে। বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব আসছে। আর তা নিয়েই আগামী ২৯ অগস্ট নবান্ন সভাঘরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেছিলেন। যা নিয়ে আপত্তি তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী রাজ্যপালকে চিঠি লিখে তিনি সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এবার বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়ে আসার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন তিনি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে উদ্ভূত সংঘাতের মধ্যে এমন সর্বদল বৈঠকে প্রধান বিরোধী দল আসবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই। রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত নিয়েই প্রস্তাব আনা হচ্ছে বিধানসভায়। সেখানে মূল বিষয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

ইতিমধ্যেই তিনটি তারিখ উল্লেখ করা হয়েছিল। তার মধ্যে পয়লা বৈশাখকেই মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে। গত ২০ জুন তারিখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। যা নিয়ে আপত্তি ছিল রাজ্যের। তাই রাজ্যপালকে চিঠি লিখে, ফোন করে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছিলেন, যাতে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন না করা হয়। কিন্তু তারপরও দেখা যায়, সাড়ম্বরে রাজভবনে পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এবার তা নিয়েই সর্বদলীয় বৈঠক। অন্যদিকে বিধানসভায় কবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে প্রস্তাব নিয়ে আসা হবে? সেটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে তার আগেই নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে যদি বিজেপি না আসে তাহলে মানুষের কাছে বার্তা যাবে, বাংলা নিয়ে তাঁরা বিভাজন চায়। আর যদি যায় তাহলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে গিয়ে সেখানে যোগ দেওয়া হবে। সুতরাং যে দিকেই বিজেপি যাক না কেন, তাতে জোর চর্চা হবেই। বরং নবান্নে গিয়ে তাঁরা যদি রাজ্যপালের দেওয়া তারিখ নিয়েই সোচ্চার হন তাহলে একমাত্র মুখরক্ষা হতে পারে। এছাড়া বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন। সেখানে যে সাত সদস্য রয়েছেন তাঁরা পয়লা বৈশাখকেই সিলমোহর দিয়েছেন। আবার বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-কবিগুরুর গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারপর সেখানে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা দেখার বিষয়। ২০ জুন তারিখের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস জুড়ে আছে বলে তা মানতে নারাজ রাজ্য সরকার। এই কমিটির উপদেষ্টা হয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুগত বসু। আবার সিপিএম ও কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দিয়ে ইন্ডিয়া জোট হয়ে সওয়াল করতে পারে। তাই নবান্নের সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি যাবে কিনা সেটা ভাবছে বলে সূত্রের খবর।

শ্রমিক কল্যাণ আইনের আওতায় কারা? বিধানসভায় নতুন বিল আনছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ ১৯৭৪ সালের আইনে আছে শ্রমিক কল্যাণের অর্থ জমা না দিলে নিয়োগকারীর এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দু'হাজার টাকা জরিমানা বা একসঙ্গে দুটি শাস্তিই হবে। সেখানে নতুন বিলে কারাদণ্ডের প্রসঙ্গটি তুলে তার বদলে অর্থ জমা না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম বছর ২৫ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছর থেকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা। মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেলসেতু ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর তার জেরে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। এই মৃতদের মধ্যে বাংলার শ্রমিক আছে বলে খবর মিলেছে। মালদার শ্রমিক এখানে আছেন বলে খবর। তবে এবার শ্রমিক কল্যাণ আইনের আওতায় আরও বেশি করে মানুষজনকে নিয়ে আসতে নয়া বিল আনছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে শ্রমিকরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এদিকে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন ছিলই। এবার সেটাকে আরও সময়োপযোগী করতে সংশোধনী বিল আনল রাজ্য সরকার। বিধানসভায় ইতিমধ্যেই এই সংশোধনী বিল পেশ করেছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। সেখানে শ্রমিকদের জন্য বাড়তি স্বার্থ দেখা হয়েছে। যাতে শ্রমিকরা বিপদে পড়লে বা অসময়ে আর্থিক সুবিধা পান সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। আগে কম রোজগার যাঁরা করতেন তাঁরা এই শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হতেন। এখন যাঁরা মধ্যম আয় করেন এমন শ্রমিকদের নিয়ে আসা হচ্ছে বলে খবর। অন্যদিকে নতুন যে বিল আনা হচ্ছে সেখানে এবার থেকে মাসে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনের শ্রমিকরাও এই তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন। এখন আইনে মাসিক ১৬০০ টাকা বেতনের শ্রমিকরাই এই তহবিলের সুবিধা পেয়ে থাকেন। সেটা এবার পরিবর্তন করা হবে। আর এই সংশোধনী বিলে নিয়োগকর্তা বা নিয়োগ সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রমিক কল্যাণ বাবদ প্রদেয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য একটি পোর্টাল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুদানের অর্থ জমা দেওয়ার সময় কোনও 'চার্জ' ধার্য হলে সেটিও নিয়োগ সংস্থাকেই বহণ করতে হবে। যাতে শ্রমিকের উপর বোঝা না চাপে। ১৯৭৪ সালের আইনে আছে ওই শ্রমিক কল্যাণের অর্থ জমা না দিলে নিয়োগকারীর এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দু'হাজার টাকা জরিমানা বা একসঙ্গে দুটি শাস্তিই হবে। সেখানে নতুন বিলে কারাদণ্ডের প্রসঙ্গটি তুলে তার বদলে অর্থ জমা না দেওয়া হলে প্রথম বছর ২৫ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছর থেকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানার কথা বলা হয়েছে। তাতে অবশ্য আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। শিলিগুড়ির বিজেপি সাংসদ শংকর ঘোষ আপত্তি তুলে বলেছেন, কারাদণ্ডের বিষয়টি রাখতে হবে। আর ১০ হাজার টাকাটা তখনকার সঙ্গে এখনকার হিসাবে সমতুল্য কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

ঠিকাদারদের হুঁশিয়ারি মমতার

টাকার লোভ দেখিয়ে বাংলার ছেলেদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ টাকার লোভ দেখিয়ে বাংলার শ্রমিকদের মিজোরামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বুধবার অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মিজোরামে রেলের নির্মীয়মাণ সেতুর কাজ করতে গিয়ে সেতু ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জন শ্রমিকের। তার মধ্যে রয়েছেন বাংলার ২৪ জন শ্রমিক। এদের অধিকাংশই মালদহের রতুয়া এলাকার। যে ঠিকাদার মালদহের শ্রমিকদের মিজোরামে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে চিহ্নিত করে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।বুধবার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গন থেকে বাংলা শাড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ডের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠান থেকে মিজোরামে রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মিজোরামের একটা ঠিকাদার টাকার লোভ দেখিয়ে মালদহের শ্রমিকদের নিয়ে গিয়েছিলেন। ২৪ জন মারা গেলেন। ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব।" শুধু ওই ঠিকাদার নন, যারা টাকার লোভ দেখিয়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের বাইরে কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, "যারা কাজের জন্য রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তাদের বলব, ফিরে আসুন। সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে।" কোভিডের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে এনেছিল রাজ্য। এদিন সেকথা মনে

করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকারের ওপর ভরসা রাখলে পরিযায়ী শ্রমিকদের হতাশ হতে হবে না।" ইতিমধ্যে বেকারদের স্বনির্ভর করে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য। এর মধ্যে সরকার অনুদান হিসেবে ২৫ হাজার টাকা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার থেকে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম রেজিস্টার করা হবে। ইতিমধ্যে তাঁদের কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্য একটি কমিটিও গঠন করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "চলে আসুন বাংলায়। ৫ লাখ না দরকার হলে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে দোকান করুন। দুটো কর্মচারী রাখুন। স্বাধীনভাবে বাঁচুন।" যারা ঋণের ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁদের জন্যও বাংলায় যথেষ্ট কর্মসংস্থান রয়েছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ল্যাংচা হাব থেকে লেদার ইন্ডাস্ট্রি, এত কাজ। এগুলো তো করতে পারেন। বাম আমলে ক্লাস্টার ছিল ৪৯টা। এখন আমরা ৬০২ ক্লাস্টার করছি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ১০২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করছি।" বাংলার দুর্গাপুজোকে ইতিমধ্যেই হেরিটেজের তকমা দিয়েছে ইউনেস্কো। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "মনে রাখবেন একটা দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে ৫০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। টাকাটা রোল হয়। আমি বিজেপির মতো নই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে টাকা বাড়বে না। টাকা দিতে হবে। তবে সেই টাকা রোলিং হয়ে বৃদ্ধি পাবে।" রাজ্যে বহু সরকারি খাস জমি পড়ে রয়েছে। তাঁর একাংশ জবর দখল করে রেখেছেন একাংশ জমি কারবারীরা। শীঘ্রই সেই জমি দখল মুক্ত করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

‘চুটকিতেই সব কিছু হয়ে যায় না’, যাদবপুরে সিসিটিভি বসানো নিয়ে চটলেন উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ উপাচার্য বারবার বললেও এখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জায়গায় সিসিটিভি বসছে না। সূত্রের খবর, কর্মসমিতির বৈঠক ছাড়া সিসিটিভি বসাতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। এদিকে আবার কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা ঘিরেও জটিলতা রয়েছে। রাজ্য সরকার ও আচার্যের নমিনি নিয়ে কর্মসমিতির বৈঠকে সিসিটিভির সিদ্ধান্ত পাশ হলে তবেই টেন্ডার ডাকা হবে। বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ বলেন. "আগে একটা প্ল্যান হয়েছিল। সেই জায়গাগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হিসাবে ধরা হয়েছিল। আপাতত সে সব জায়গায় সিসিটিভি বসানো হবে। তারপর দেখা যাবে কোথায় কী আছে।" এরপরই একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উপাচার্য বলেন, "সব কিছু

তো আর চুটকিতে হয় না। এতদিন তো যা যা হয়ে এসেছে, এখন আমি এসে একটা চুটকি মারব, আর সব ঠিক হয়ে যাবে, তা তো নয়। এখন দেখতে হবে সবটাই। সময় লাগবে।" উপাচার্য জানিয়েছেন, আপাতত হস্টেলের গেটের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে। তারপর বাকিটা দেখা হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। তিনি আরও জানান, সব কাজ স্তরে স্তরে সঠিক ভাবে কাজ করা হবে। আপাতত অরবিন্দ ভবন-সহ কয়েকটি ল্যাবে, যেখানে আগে থেকেই সিসিটিভি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল, সেগুলিকে সক্রিয় করা হচ্ছে। বাকিটা কর্ম সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। আপাতত ১১টি জায়গায় সিসিটিভি বসানো হচ্ছে।

মিজোরামে ভেঙে পড়ল রেল সেতু, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ১৭

আইজল, ২৩ আগস্টঃ উত্তরপূর্ব ভারতে রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। তবে সেই প্রচেষ্টায় জোর ধাক্কা লাগল আজ সকালে। মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে পড়ল আজ। দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে বলেও জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাইরাঙে। সাইরাং আইজল থেকে খুব কাছেই অবস্থিত। উল্লেখ্য, মিজোরামের রাজধানী আইজলকে রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করতে বহুদিন ধরে কাজ চলছে। সেই প্রকল্পের অধীনেই ছিল এই সাইরাঙের এই রেল সেতু। রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকালে নির্মীয়মাণ রেল সেতুটি ভেঙে পড়ে। এক পাহাড়ের সঙ্গে অন্য পাহাড়কে যোগ করছিল এই রেল সেতু। এই পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকায় রেললাইন পাতলে দূরত্ব অনেকটাই কমে যায়। নয়ত টানেল তৈরি করতে হয়, যাতে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে সেখানকার। এদিকে দুর্ঘটনাস্থলের একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, চার-পাঁচটি থাম দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে ব্রিজের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে। অপর অংশটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। জানা গিয়েছে, আজ সকালে রেল সেতুর নির্মাণকাজে নিযুক্ত ছিলেন অন্তত ৪০ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু এই দুর্ঘটনায়। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজে নামে স্থানীয় প্রশাসন। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। সেখানে পৌঁছান রেলের কর্তারাও। এদিকে কী কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। আইজলকে রেলপথে যুক্ত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাইরাঙের এই সেতু। এই রেলসেতু ভেঙে পড়ায় আইজলবাসীর রেল যাত্রা আরও কিছুটা বিলম্বিত হল। পাশাপাশি প্রাণ গেল খেয়ে খাওয়া ১৭টি তরতাজা প্রাণ। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা সব্যসাচী দে বলেন, "যে সেতুটি ভেঙে পড়েছে সেটি ছিল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীগুলিকে সংযুক্ত করার একটি প্রকল্পের অংশ ছিল। এটি কয়েক বছর ধরে নির্মাণাধীন ছিল। ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ১১টার দিকে। দুর্ঘটনার কারণ আমরা এখনও নিশ্চিত করতে পারিনি।" এদিকে জানা গিয়েছে, বৈরাবি ও সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত কুরুং নদীর উপর সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেতুর পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার ছিল। আইজল থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনটি মিজোরামের রাজধানী পৌঁছানোর আগে শেষ রেল স্টেশন। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবে আইজল। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা শোক ট্যুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন। সেই ট্যুইটেই তিনি নির্মীয়মাণ ব্রিজ ভেঙে ১৭ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন বলে জানান। তিনি জানিয়েছেন উদ্ধার অভিযান চলছে। এই উদ্ধারকার্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্থানীয় মানুষজন থেকে শুরু করে পুলিশ-প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। গভীর ভাবে শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। ব্রিকসের সম্মেলন থেকে এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মৃতদের ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। ট্যুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ রাজ্যের মালদহের একাধিক শ্রমিক সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যের মন্ত্রীকে তলব করল সিবিআই, স্পিড পোস্টে গেল চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ একদিকে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে ইডি-কে। আবার আর একদিকে তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। তিনদিন ধরে শহর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইডি। আজও আলিপুর এবং সোনারপুরে গিয়েছে ইডির দল। আর অপরদিকে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার রাজ্যের এক মন্ত্রীকে তলব করল সিবিআই বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে স্পিড পোস্ট করে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্ট রাজ্যের ওই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তখনই তাঁর কাছ থেকে সব জানতে চাওয়া হবে। এদিকে কয়েকদিন আগে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। যা খারিজ করে আগের নির্দেশই বহাল রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তখন এই বিষয়ে ইডি, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। ওই মামলার শুনানিতেও রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিয়ে নিম্ন আদালতের নির্দেশই বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। তখন থেকেই কোমর বেঁধে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে মাঠে নেমেছে সিবিআই। অন্যদিকে সূত্রের খবর, যাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তিনি রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রী। কিন্তু নাম প্রকাশ্যে আনতে চায়নি সিবিআই। তিনি নিয়োগ দুর্নীতির সময় পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এবং বিষয়টি জানেন বলে সিবিআইয়ের দাবি। তাঁর সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া অয়ন শীলের কেমন করে পরিচয় হয়েছিল এবং গোটা দুর্নীতির পরিকল্পনা যেভাবে করা হয়েছিল তা জানতেই এই তলব। দুর্নীতির বিষয়টি জেনে তিনি কেন চুপ করে ছিলেন? এই প্রশ্নই নাকি ভাবাচ্ছে সিবিআই অফিসারদের। বেশ কিছুদিন আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১৪টি পুরসভায় একসঙ্গে অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের ওই ঝটিকা অভিযানে বহু নথি হাতে আসে তাঁদের। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সরকারি কর্মসূচি থেকে বলেছিলেন, বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনা থেকে নজর ঘোরাতেই সিবিআইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীল গ্রেফতার হতেই একের পর এক তথ্য বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

বৈঠকে বসলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৩ আগস্ট ঃলোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিল বসপা। অন্যান্য দলের মতো বহুজন সমাজ পার্টিও নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বুধবার বসপার প্রধান মায়াবতী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে লখনউতে একটি বৈঠক করেন।লখনউতে আয়োজিত এই বৈঠকে মায়াবতীর দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। লখনউতে দলের সদর দফতরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, দলের প্রধান জোন-ইনচার্জ, জেলা সভাপতি এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড মাইনরিটি কমিউনিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (বিএএমসিইএফ)- এর পদাধিকারীরা। পার্টি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, সংগঠনের সম্প্রসারণ, নির্বাচনে লড়ার জন্য প্রস্তুতি এবং বুথ-স্তরের নির্বাচনী কৌশল।

হলফনামা জমা দিতে বন্দি মানিক হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ কলকাতা হাই কোর্টে এলেন নিয়োগ মামলা জেলবন্দি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পর মানিকবাবুর মেয়ে বাবার হয়ে হলফনামা জমা দেন। কিন্তু সেই হলফনামা গ্রাহ্য হয়নি আদালতে। তাই হলফনামা জমা দিতে এ বার মানিককে আনা হল আদালতে। ২০১৪ সালে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের মামলায় ওএমআর শিট নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছিল। কার নির্দেশে তা নষ্ট করা হয়েছিল, কী ভাবে তা নষ্ট করা হয়েছিল, তা জানতে চেয়ে বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, মানিকবাবুকে হলফনামা জমা দেওয়ার। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যায়, মানিকের মেয়ে স্বাতী বাবার হয়ে হলফনামা জমা দিয়েছেন।বিচারতি গঙ্গোপাধ্যায় সেই হলফনামা খারিজ করে দেন। জানান, মানিকবাবুকেই হলফনামা জমা দিতে হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী, বুধবার হলফনামা জমা দিতে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কলকাতা হাই কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় মানিকবাবুকে। হাই কোর্টের ডেপুটি শেরিফের ঘরে তাঁকে বসানো হয়। সেখানেই হলফনামা সংক্রান্ত কাজ হয়।

স্কুটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে নিহত ১ পড়ুয়া, আহত ৪

রায়পুর, ২৩ আগস্ট ঃ স্কুটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম নিখিল ভগত। গত মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে, রায়পুরের বিশ্রামপুর প্রধান সড়কের কালীঘাটের কাছে। আহত ৪ জন পড়ুয়ার চিকিৎসা চলছে রায়পুরের একটি হাসপাতালে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ছাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রের পরিবার ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন। মন্ত্রীর মঙ্গলবারের একটি কর্মসূচিতে মৃত ছাত্র, ও তার কয়েকজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগদানের পর স্কুটিতে করে অম্বিকাপুর থেকে বিশ্রামপুর ফিরছিলেন নিহত ছাত্র ও কয়েজন পড়ুয়া। ফেরার পথে বিশ্রামপুর প্রধান সড়কের কালীঘাটের কাছে স্কুটিটির সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে ছাত্র নিখিল ভগত নিহত হয়। তার সঙ্গী জ্ঞানোদয়ের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ডেভিড রোহিত তিরকি, সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তিনিও গুরুতর আহত হন। অনুজ এক্কা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পায়ে গুরুতর চোট পাওয়ায় বিশাল নিকুঞ্জকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।কালেক্টর কুন্দন কুমার জানিয়েছেন, গুরুতর আহত জ্ঞানোদয় এবং ছাত্র ডেভিড রোহিত তিরকিকে চিকিৎসার জন্য রায়পুরে পাঠানো হয়েছে।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারতঃজ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেছেন, চন্দ্রযান-৩ মিশনের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারত। একইসঙ্গে বলেছেন, আমরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বুধবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চাঁদে ভারতের পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে। গোটা দেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই মুহূর্তের জন্য। বিগত ৯ বছরের বিজ্ঞানী ও সরকারের প্রচেষ্টা আজ পূরণ হবে। আমরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে ভারত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।অন্যদিকে কোথাও বিশেষ মহাযজ্ঞ, কোথাও আবার নামাজ, ভারতের চন্দ্রযান-

৩ মিশনের সফল অবতরণে দেশ জুড়ে চলছে প্রার্থনা। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটিতে পা দিতে চলেছে ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রম। সেই উপলক্ষে উন্মাদনা গোটা দেশজুড়ে। কোথাও আয়োজন হয়েছে মহাযজ্ঞের, আবার কোথাও চলছে নামাজ পাঠ।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমাজমাধ্যমের নিজস্ব হ্যান্ডলে সমস্ত বিভেদ ভুলে দেশবাসীকে একসঙ্গে চন্দ্রযানের সাফল্য কামনার আবেদন জানিয়েছেন। ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে চন্দ্রযানের চন্দ্রাবতরণ সরাসরি দেখানো হবে। পড়ুয়ারা যাতে সাক্ষী থাকতে পারে এই অনবদ্য ঘটনার। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনায় মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে বিশেষ ভস্ম আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশের পরমার্থ নিকেতন ঘাটে জাতীয় পতাকা হাতে গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন বহু সাধারণ মানুষ।অন্যদিকে চন্দ্রযান-৩ মিশন সফল হবেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। বুধবার সকালে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেছেন, ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশন আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। আমি সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ বুধবার সন্ধ্যাতেই চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে। চন্দ্রযান-৩ মিশনকে ঘিরে দেশবাসীর মধ্যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাফল্য কামনা দেশজুড়ে চলছে পূজার্চনা ও মহাযজ্ঞ। আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক ভিডিও বার্তায় আরও বলেছেন, আমার বিশ্বাস এই অভিযান অবশ্যই সফল হবে।

দেশের হয়ে খেলোয়াড়রা খেলে, তাদের নিয়ে ভাবা আমাদের দায়িত্ব ঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৩ আগস্ট ঃ লোকভবনে পুলিশের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বিশেষ নিয়োগের শংসাপত্র প্রদানের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার। এই অনুষ্ঠানে ২৩৩ জন প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদকে বিশেষ নিযোগের শংসাপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দক্ষ ক্রীড়াবিদরাও রাজ্যের অংশ হয়ে উঠছেন। যে খেলোয়াড় দেশের হয়ে খেলে, তাদের জন্য চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এর আগেও আমরা দেশের সব খেলোয়াড়কে সম্মানিত করেছি। রাজ্য সরকার তাদের নগদ অর্থও প্রদান করেছে। আমরা বিশ্বাস করি একজন খেলোয়াড় দেশের জন্য খেলে। বুধবার ২৩৩ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, আগে প্রতিটি নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তবে গত ছয় বছরে এক লক্ষ ৫৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে এক লক্ষেরও বেশি পুলিশ কর্মীকে পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তবে এর মধ্যে ভাল খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দেওয়া হয়।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এখানে গ্রাম থেকে শহরে প্রতিযোগীতাকে উসাহিত করা হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে তরুণদের মধ্যে একটা সৃজনশীলতা আসছে। যুবশক্তি সৃজনশীল হলে জাতির অগ্রগতি হয়। খেলোয়াড়রা সৃজনশীলতার প্রতীক। তিনি পুলিশদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা সবাই তোমাদের অনুশীলন বন্ধ করো না। উত্তর প্রদেশের পুলিশ ফোর্সের জন্য তোমাদের কাজ করতে হবে। আজ সর্বত্র মানুষ উত্তর প্রদেশ পুলিশকে স্মরণ করে। আজ অন্য জায়গার লোকজনও বলে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ থাকলে এই ঘটনা ঘটত না।

পঞ্জাবের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দুর্যোগ চলবে আগামী ২৬ আগস্ট অবধি

চণ্ডীগড়, ২৩ আগস্ট ঃকিছু দিন আগের বৃষ্টিতে এমনিতেই বিপর্যস্ত অবস্থা পঞ্জাবের নানা অংশে। গৃহহীন অসংখ্য মানুষ, যুদ্ধকালীন তপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত পঞ্জাবের নানা অংশে চলবে বৃষ্টির দুর্যোগ।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাবের অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হোশিয়ারপুর, কাপুরথালা, জলন্ধর, নওয়ানশহর, রূপনগর, পাতিয়ালা, লুধিয়ানা, ফতেহগড় সাহেব, শহীদ ভগত সিং নগর এবং সাহেবজাদা অজিত সিং নগর জেলায় আগামী চার দিন ভারী বৃষ্টিপাত হবে। বর্তমানে এই জেলাগুলির অধিকাংশই বন্যা কবলিত এবং এই নতুন করে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য হিমাচল প্রদেশের অনেক জেলায়

ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁন সহ আরও কয়েকজনের বাড়িতে অভিযান ইডির

রাঁচী, ২৩ আগস্ট ঃঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁন সহ কয়েকজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালালো ইডি।এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বুধবার সকালে মদ ব্যবসায়ী যোগেন্দ্র তিওয়ারি, ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। ইডির আধিকারিকরা ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি ছাড়াও দেওঘর, ধানবাদ, দুমকা গোড্ডা সহ ৩২টি জায়গায়

এই তল্লাশি অভিযান চালায়। ঝাড়খণ্ডের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাওঁনের ছেলে রোহিত ওরাওঁ এবং নেক্সজেনের বিনয় সিংয়ের বাড়িতেও বুধবার সকালে ইডির আধিকারিকরা অভিযান চালায় বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।

অসমে বিজেপির বরিষ্ঠ দুই নেতা রাজেন গোহাঁই ও সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-স্লোগানের জের, দল থেকে বহিষ্কার সোমেন্দ্রনাথ ডেকা

গুয়াহাটি, ২৩ আগস্ট ঃ অসমে বিজেপির দুই বরিষ্ঠ নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দলের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি রাজেন গোহাঁই এবং রাজ্যের প্রাক্তন পরিষদীয় মন্ত্রী তথা দলের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন সোমেন্দ্রনাথ ডেকা নামের এক সদস্য।গত মঙ্গলবার গুয়াহাটির মঠঘরিয়ায় নিজের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে চারবারের সাংসদ রাজেন গোহাঁই এবং সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলও করেছেন সোমেন্দ্রনাথ ডেকা। দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নামে জয়ধ্বনি। কেবল তা-ই নয়, তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে অন ক্যামেরা ওই দুই প্রবীণ নেতা, যাঁরা দলকে শূন্য থেকে আজকের এই পর্যায়ে আনতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে গলার শিরা ফুলিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যও করেছেন।দলবল নিয়ে এ

ধরনের ঘটনা সংগঠিত করে দলবিরোধী কাজ করেছেন অভিযোগ করে অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা মঙ্গলবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সোমেন্দ্রনাথ ডেকাকে দল থেকে বরখাস্ত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও লেখা হয়েছে, সোমেন্দ্রনাথ ডেকা বিজেপির সম্মানীয় প্রবীণ পোড়খাওয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধরনা-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, যা অক্ষমনীয় অপরাধ।ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা স্বাক্ষরিত বহিস্কৃত ডেকার উদ্দেশ্যে লেখা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ জনতা পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ্য স্থানে ধরনা প্রদর্শন করে দল বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার গুরুতর অভিযোগর ভিত্তিতে অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা আপনাকে তাক্ষণিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে নিলম্বন করেছেন।’ বহিস্কার সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি অসম প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জিআর রবীংদ্র রাজুকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠিয়েছেন দিপ্লুরঞ্জন শর্মা।দিন কয়েক আগে অসমে নব্য-বিজেপিদের কাজকর্মে অন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, চারবারের সাংসদ রাজেন গোঁহাই এবং রাজ্যের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। উভয়েই বহুদিন অসম প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের আমলেই ১৫ বছরের শাসক কংগ্রেসকে পরাজিত করে অসমে ক্ষমতায় আসে বিজেপি।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের পূজার্চনা করলে মনস্কামনা পূণ হর্য়

নিজস্বসংবাদদাতা,২৩আগষ্টঃ দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হবে জন্মাষ্টমী। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমেরিকার হোয়াইট হাউজেও জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের পূজার্চনা করলে ব্যক্তির সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পাশাপাশি ব্যক্তির ওপর কৃষ্ণের আশীর্বাদ থাকে।জন্মাষ্টমীতে নাড়ু গোপালকে পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করে তাঁর বিশেষ শৃঙ্গার করা হয়। তার পর তাঁর প্রিয় মাখনমিশ্রীর ভোগ নিবেদন করা হয়। কৃষ্ণের বালক রূপের পুজো করলে সন্তান সুখ লাভ করা যায় বলে মনে করা হয়।বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। প্রতি বছর এই তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়। জন্মাষ্টমীর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী।ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ অবতারে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণু। তাই এই তিথিটি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী নামে পরিচিত। রোহিণী নক্ষত্রে মথুরায় মাঝরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ লীলায় মাতোয়ারা নন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। চলতি বছর ৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টে ৩৮ মিনিটে অষ্টমী তিথির সূচনা হবে। শেষ হবে ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৪টে ১৫ মিনিটে। কৃষ্ণ মাঝরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মাষ্টমীর পুজোও মাঝরাতে হয়। এ কারণে ৬ সেপ্টেম্বর পালিত হবে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। আবার জন্মাষ্টমী পুজোর শুভ সময় মাঝরাত ১২টা ২ মিনিট থেকে ১২টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত। দু'দিন হলেও মাত্র ৪৬ মিনিটের মধ্যেই সারতে হবে এবারের জন্মাষ্টমী! এমন তিথির কারণে স্মার্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জাতকরা পৃথক পৃথক দিনে জন্মাষ্টমী পালন করবেন। গৃহস্থ অর্থা স্মার্ত সম্প্রদায়ভুক্তর জন্মাষ্টমী পালন করবেন ৬ সেপ্টেম্বর। এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই উসব ৭ সেপ্টেম্বর পালন করবেন। পারণ করা হবে ৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৬টা ৯ মিনিটের পর।জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবদ্বীপ, নদীয়া, মথুরা, বৃন্দাবন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে উৎসব পালন করা হয়। প্রায় একমাস আগে থেকে চলে তার প্রস্তুতি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষত বৈষ্ণবদের কাছে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব নানা ভাবে উদ্যাপন করা হয়। ভগবত পুরাণ অনুযায়ী নৃত্য, নাটক যাকে বলা হয় রাসলীলা বা কৃষ্ণ লীলা। মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তে ধর্মীয় গীত গাওয়া, উপবাস, দহি হান্ডি ইত্যাদি। রাসলীলাতে মূলত শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়। অন্যদিকে দহি হান্ডি প্রথায় অনেক উঁচুতে মাখনের হাড়ি রাখা হয় এবং অনেকে মিলে মানুষের পিরামিড তৈরি করে সেই হাড়ি ভাঙার চেষ্টা করে। তামিলনাড়ুতে এই প্রথা উড়িয়াদি নামে পরিচিত।শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে মধ্যরাতে তার ছোট মূর্তিকে স্নান করিয়ে, কাপড় দিয়ে মোছা হয় এবং দোলনায় সাজানো হয়। এরপর প্রসাদ খেয়ে বিনিময় উপবাস ভঙ্গ করা হয়। অনেক বাড়িতে দরজার বাইরে, রান্নাঘরে শ্রী কৃষ্ণের পদচিহ্ন এঁকে আল্পনা দেওয়া দেয়, দেন যা শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয।কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দুদের ঘরে ঘরে নানান আচার উপাচার পালন করা হবে। লোকশ্রুতি , বালক কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করলে পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। যেমন, জন্মাষ্টমীতে নাড়ু গোপালের ছবি বাড়ি আনলে দাম্পত্য জীবনে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে যায়। এই তিথিতে বাড়িতে কামধেনু গোরু কিনলে ব্যবসা ও কেরিয়ারে উন্নতি লাভ হয। ময়ূরপঙ্খ কৃষ্ণের প্রিয়। জন্মাষ্টমীতে বাড়িতে ময়ূরপঙ্খ কিনে আনলে ধন আগমনের পথ প্রশস্ত হয়। বাঁশি কৃষ্ণের প্রিয়। বাস্তু দোষ দূর করতে জন্মাষ্টমী তিথিতে অনেকেই বিভিন্ন আকৃতির বাঁশি কিনে আনেন। এর ফলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, জন্মাষ্টমীতে বাড়িতে বীণা কিনে আনলে সরস্বতীর আশীর্বাদ মেলে। এই তিথিতে মধু কিনে এবং কৃষ্ণকে তার ভোগ নিবেদন করলে পরিবারে কখনও ধন-ধান্যের অভাব থাকে না। জন্মাষ্টমী উৎসবে নিষ্ঠা করে সব নিয়মকানুন পালন করলে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। নন্দগোপালকে সকলে বাড়ির আদরের ছোট শিশুর মতো মনে করেন। তাই ভালোবাসে তাকে একাধিক ভোগ উৎসর্গ করা হয়। তবে তার মধ্যে জন্মাষ্টমীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিছু প্রচলিত ভোগ। ননীগোপালের সবচেয়ে প্রিয় হল মাখন - মিছরি। তালের বড়া ও তালের ক্ষীর, মালপোয়া, ক্ষীর, মোহনভোগ, নারকেল নাড়ু, ৫৬ ভোগ, লুচি -সুজি, বাসন্তী পোলাও, মিষ্টি ইত্যাদি ননী গোপালের খুব প্রিয়। জন্মাষ্টমীর ভোগের মধ্যে ৫৬ ভোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ৫৬ রকমের নৈবেদ্যর সঙ্গে জায়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনি। নিয়ম অনুসারে ৫৬ ভোগে থাকে ১৬ ধরনের জলখাবার, ২০ টি মিষ্টি এবং ২০ ধরণের শুকনো ফল। যার মধ্যে দুধের তৈরি খাবার সবার আগে পরিবেশন করতে হয়।

৭-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন বাইডেন, অংশ নেবেন জি-২০ সম্মেলনে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী ৭-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডো বাইডেন। জি-২০-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বের একাধিক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। সেই তালিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সমাজিক প্রভাব কমানো, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়ানো-সহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জি-২০-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কথাও তুলে ধরতে পারেন।২০২২-র পয়লা ডিসেম্বর থেকে ২০২৩-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য জি-২০-তে সভাপতিত্বের দায়িত্বে রয়েছে ভারত। তারপর থেকে দেশজুড়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এবছর জুন মাসে মোদীর আমেরিকা সফরের সময়, বাইডেন বলেছিলেন, তিনি সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। ভারত ও আমেরিকার এক যৌথ বিবৃতিতে বাইডেনের তরফে জি-২০-তে নয়াদিল্লির নেতৃত্বের প্রশাংসাও করা হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বরে ভারতে আসছেন জো বাইডেন।

মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হচ্ছেঃরাষ্ট্রপতি

পানাজি, ২৩ আগস্ট ঃ গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির অধীনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হচ্ছে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গোযার রাজভবনে, গোয়া বিশ্ববিদ্যালযের ৩৪-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হয়ে ওঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমি এটা জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম যে ডিগ্রী পড়ুয়াদের প্রায় ৫৫ শতাংশই ছাত্রী। আমি এটা জেনে আরও বেশি খুশি হয়েছি যে, এখন যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্বর্ণপদক পেয়েছে, তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ছাত্রী। আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের জোরে মেয়েদের এগিয়ে যেতে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অধীনে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায সংস্কার আনা হচ্ছে। এই শিক্ষানীতি দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প-সংযোগ এবং কর্মসংস্থানের সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক শিক্ষার প্রচার করছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছেঃশিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ২৩ আগস্ট ঃভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনা করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। চন্দ্রযান-৩ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে।বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রম। এই মিশনের সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার সকালে বলেছেন, দেশ গর্বিত। আমি হৃদয় থেকে সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে।

দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণঃসচিন তেন্ডুলকর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও ভারত রত্ন পুরুস্কারে ভূষিত সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ভারতের নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন হিসেবে এক নতুন ইনিংসের সূচনা করেছেন। নতুন দিল্লিতে বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে সচিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তিন বছরের একটি সমঝোতা স্মারক পত্র মউ সাক্ষর করেন। সচিন বলেছেন, ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এটি তাঁর জন্য নতুন ইনিংস। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভোটারদের বিশেষ করে তরুণদের ভোট দিতে উৎসাহিত করেন।অনুষ্ঠান চলাকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে তিন বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। এবার নির্বাচনে সচিনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচার চালাবে নির্বাচন কমিশন। সকলে যাতে ভোট দিতে উৎসাহ পায়, সেই কারণেই সচিনকে প্রচার মুখ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে ‘ আইকন’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবারই। সচিনের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করা হয়েছে।

জি-২০-র ইতিহাসে ভারতের পৌরহিত্য অনন্য ও অতুলনীয় ঃ হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃজি-২০-র ইতিহাসে ভারতের পৌরহিত্য অনন্য ও অতুলনীয়। এই মন্তব্য করলেন জি-২০-র প্রধান সমন্বয়কারী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। তিনি বলেছেন, জি-২০-র ভারতের সভাপতিত্বে অনেক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় শ্রিংলা বলেছেন, স্টার্টআপ ২০, দুর্যোগ ত্রাণ হ্রাস গ্রুপ, জি-২০-র প্রধান বিজ্ঞানীদের সভা এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত জি-২০ সভা হল ভারতের শুরু করা কিছু নতুন উদ্যোগ।ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্রুত গতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি এবং পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন, ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে শিমলায় ভূমিধস উপরে পড়ল বহু গাছ, জনজীবন বিপর্যস্ত

শিমলা, ২৩ আগস্ট ঃ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। বৃষ্টির দাপটে ভূমিধসের জেরে বুধবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে অনেজ রাস্তা। নানা স্থানে ভেঙে ও উপরে পড়েছে গাছ। দু''দিনের জন্য হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।মঙ্গলবারের রাতটা খুব খারাপ ভাবেই কেটেছে শিমলাবাসীর। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টি থামেনি বুধবার সকালেও। নানা স্থানে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে। হিমাচল প্রদেশের ১২টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে মল রোডে কয়েকটি গাছ উপরে পড়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪আগষ্টঃবৃহঃবার, ৬ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৬ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৬ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৭৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। শুভদিন
বৃষভ রাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃসাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন
কর্কট রাশিঃ আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। ।
সিংহ রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি
কন্যা রাশিঃআপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে
তুলা রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্ত নগদ উপার্জন করতে পারেন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
ধনু রাশিঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। সংসারে শান্তি
মকর রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।
কুম্ভ রাশিঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করে
মীন রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই

চন্দ্রযান-৩ এর ইতিহাস তৈরির বিজ্ঞানীদের সাফল্য চুরি হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা ফিরহাদের

শ্রেয়া আদক, ২৩ আগস্ট ঃ চন্দ্রযান-৩ এর ইতিহাস তৈরির বিজ্ঞানীদের সাফল্য চুরি হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা ফিরহাদের, নাম না করে মোদীকে নিশানা। ইতিহাস তৈরির দুয়ারে দাঁড়িয়ে চন্দ্রযান ৩। সাফল্য শুধু নয়, নজির তৈরি হবে উপগ্রহের দক্ষিণ মেরুতে নামলেই। কিন্তু তার সাফল্য চুরি হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার সকালে হাওড়ার এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ওই মন্তব্য করেন। নাম না করে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, বিজ্ঞানের উন্নতি কখনো পাঁচ বছর বা ১০ বছরে হয়ে যায় না। যুগ যুগ ধরে ইসরো আজ এই জায়গায়। এই সাফল্য বিজ্ঞানীদের এবং মহাকাশচারীদের। কিন্তু অনেকেই আছে সেই কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন। আমরা চাইবো যেন এক্ষেত্রে তেমন না হয়। এর পাশাপাশি এদিন অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার অর্থনীতিতে হাওড়া জেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল, আগামী দিনে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

স্থানে যাবে। বুধবার হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে সৃজন হাট কমপ্লেক্সের এক অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিভিন্ন প্রোডাকশন ইউনিট হাও।য় এসেছে। হাওড়ায় ওস্তাগারদের একটা ব।ো অংশ প্রোডাকশন খুব বড়ো করে করছেন। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হাওড়ায় এসেছে। হাওড়ায় ইন্ডাস্ট্রির বড়ো বড়ো শেড হচ্ছে। এই সৃজনের মতো হাটের মাধ্যমে অর্থনীতির আদান-প্রদান বাংলায় চাঙ্গা হবে। এবং আগামী দিনে বাংলা যে বিশ্ব বাংলা হতে চলেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আগামীকাল MSME এর প্রোগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী করবেন। আর এই MSME এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বাংলা নিজের একটা স্থান করে নেবে। এই হাটে ফরেন বায়ার এবং ডোমেস্টিক বায়ার সকলেই আসবেন। সারা ভারতবর্ষে বাংলার প্রোডাক্ট যাবে। এই হাট যারা বানিয়েছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যেসব ওস্তাগার ভাই আছেন তারাও খুব উন্নতমানের প্রোডাকশন করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে একবার গেলে এর চাহিদা বাড়তেই থাকবে। যেভাবে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে আমরা আগামী দিনে বিশ্বে এক নম্বর স্থানে পৌঁছে যাব। স্কিল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ঋণের ব্যবস্থা করেছেন। এই সুযোগসুবিধা এখানে থাকবে। যাতে তারা ঋণ নিয়ে আগামী দিনে আরও আধুনিক মেশিন কিনে প্রোডাকশন বাড়াতে পারে।

চন্দ্রযান-৩, হাওড়ার স্কুলে চলছে পূজাপাঠ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ আগস্ট ঃ চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের জন্য হাওড়ার স্কুলেও চলছে পূজাপাঠ ও প্রার্থনা। হাওড়া প্যারাডাইস পাবলিক সেকেন্ডারি স্কুলের পক্ষ থেকে বুধবার ওই পূজাপাঠ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা চঃদ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের জন্য প্রার্থনা করেন। স্কুলের তরফ থেকে জানানো হয় ছাত্রছাত্রীরা চঃদ্রযান ৩ এর সাফল্যের জন্য সকাল থেকেই খুব উত্তেজিত ছিল এবং তারা নিজেরাই এই পূজা প্রার্থনার আয়োজন করেছিল। যাতে চন্দ্রযান তার উদ্দেশ্য সফলভাবে সফল করে।

পশ্চিমবঙ্গ নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদের বাৎসরিক উৎসব

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,কোন্নগর, ২৩ আগস্ট ঃপশ্চিমবঙ্গ নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো কোন্নগর পৌরসভা হলে ।উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম থেকে দশমের মধ্যে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফ্রেশ অফ বেঙ্গল সম্মানে সম্মানিত করা হয়। নাচ, গানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মিহির গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল। যা উপস্থিত সাংবাদিকদের ভবিষ্য পথকে আরো সমৃদ্ধ করলো। উক্ত অনুষ্ঠানে পোর্টাল সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে ডিজিটালই ভবিষ্য এই বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে একটি তাক্ষণিক বক্তব্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এখানে তিনজন সাংবাদিক বন্ধুকে বিচারক মন্ডলীরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নির্বাচিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠান নিয়ে ১৫০ শব্দের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনজনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মানে সম্মানিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মিহির গাঙ্গুলী, ও সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল ছাড়াও ভারতীয় টিমের পাওয়ার লিফটার ও কলকাতা পুলিশের উইনার ডিপার্টমেন্টের অফিসার শম্পা গুহ, উত্তরপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব, কোন্নগর পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন কুমার দাস, উপ পৌর প্রধান গৌতম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপেশ চক্রবর্তী, ডানকুনি পৌরসভার পৌরপ্রধান হাসিনা সাবনাম, শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান গিরিধারী সাহা, হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ সুবীর মুখার্জি, সহ বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার, বিশিষ্ট অভিনেতা ইন্দুভূষণ রায় ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। আয়োজক সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে পুলক চক্রবর্তী রাখি সাহা সম্পাদক শুভ জ্যোতি চক্রবর্তী সহ সংস্থার অন্যান্য কর্ণধারগন। ওই অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়ার বহু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

দমদম মেট্রো স্টেশনে যাত্রীরা চন্দ্রযান ৩ চাঁদের মাটি স্পর্শ করার মুহুর্ত দেখছেন। ছবি-সৌরভ দত্ত

যাদবপুরে র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পেল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ অগস্ট রাতে র‍্যাগিং হয়েছিল বলে প্রমাণ পেলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, তাঁদের তদন্তকারী দল সে দিনের রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের বয়ান খতিয়ে দেখে এই প্রমাণ পেয়েছেন। মঙ্গলবারই যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার রিপোর্ট পাঠানো হয় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে ৩০টিরও বেশি ফাইল পাঠানো হয় কমিশনের কাছে। এর পর ঘটনার রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের বয়ান খতিয়ে দেখতে শুরু করে কমিশনের নিজস্ব তদন্তকারী দল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনের কাছে তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন বলে সূত্রের খবর। সেই রিপোর্টেই না কি র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন বয়ানেই র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বুধবারই কমিশন সূত্রে এই খবর পাওয়ার পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন তাঁদের এই ব্যাপারে কিছু জানায়নি। রেজিস্ট্রার বলেন, যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল, তার পুরোটাই আমরা জমা দিয়ে দিয়েছি। কমিশন আমাদের র‍্যাগিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে কিছু জানায়নি।'' একই সঙ্গে রেজিস্ট্রার জানান, বুধবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট বুধবারই পাঠাবেন তিনি।

হলফনামা জমা দিতে কোর্টে মানিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ কলকাতা হাই কোর্টে এলেন নিয়োগ মামলা জেলবন্দি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পর মানিকবাবুর মেয়ে বাবার হয়ে হলফনামা জমা দেন। কিন্তু সেই হলফনামা গ্রাহ্য হয়নি আদালতে। তাই হলফনামা জমা দিতে এ বার মানিককে আনা হল আদালতে।

হাজার সভার পরিকল্পনা, অথৈ জলে রাজ্য বিজেপির আগস্ট কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ অগস্টের দ্বিতীয় পক্ষে ১৫ দিনে এক হাজার সভা। এমনই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল রাজ্য বিজেপি। বলা হয়েছিল, দলের এক হাজার সাংগঠনিক মণ্ডলে একটি করে সভা হবে। রাজ্যে দশটি বাছাই এলাকায় হবে বড় সভা, তিনটি মেগা সভা। কিন্তু কোথায় কী? অগস্টের ২২ তারিখ পর্যন্ত খানকয়েক মণ্ডলে সভা হলেও যে ব্যাপকতার ঘোষণা ছিল তার নামমাত্র নেই। যদিও বাংলায় এই কর্মসূচি সফল করতে হবে বলে নির্দেশ ছিল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। রাজ্য বিজেপিরই এক নেতার বক্তব্য, পরিকল্পনা থাকলেও প্রস্তুতির অভাবেই এই কর্মসূচি শুরু করা যাচ্ছে না। তবে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভব না হলেও এক হাজার সভা হবে। মূলত ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের ব্যস্ততার জন্যই নাকি শুরু করা যাচ্ছে না ঘোষিত কর্মসূচি! দেশের সব সাংগঠনিক মণ্ডলে লোকসভা ভোটের একটি করে প্রস্তুতি সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। অন্য রাজ্যে জুন, জুলাইয়ে হয়ে গেলেও পঞ্চায়েত ভোটের জন্য এ রাজ্যে পারেনি বাংলার বিজেপি। কথা ছিল অগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে হবে এগুলো। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণ গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে বলে দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের পুজো অনুদান ফিরিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ পুজো কমিটিগুলো নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের অনুদান বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। পুজোর সরকারি অনুদান বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। সরকারি অনুদান ঘোষণা হওয়ার পরেই সেই অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল কলকাতার একটি নামী পুজো কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার রাজ্য সরকারের এই অনুদান ঘোষণা করছে না বলে জানান পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি ইমাম ও পুরোহিত ভাতা বাড়িয়েছে। পুজো কমিটিগুলোকে ৭০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সবিনয়ে এই অনুদান ফিরিয়ে দিল।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় করা এই পোস্টের জেরে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত সজলবাবুর মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬৭৭ ও ২৩৬।

গত বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য অনুদান ছিল ৬০ হাজার টাকা। সেই সংখ্যা এ বছর বাড়িয়ে বারোয়ারি প্রতি ৭০ হাজার টাকা করল রাজ্য সরকার। আর্থিক অনুদান বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও পুজো কমিটিগুলিকে সরকারের বিভিন্ন দফতর বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেবে বলেও জানানো হয়। পর্যটন থেকে শিল্প দফতর সরকারি কাজের হোর্ডিং দেওয়া হবে বারোয়ারি পুজোকে বলেও জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়য় সর্বজনীন পুজোর থিম ছিল আজাদি কা অমৃত মহোসব। পুরো পুজো মণ্ডপ লালকেল্লার আদলে তৈরি করা হয়। এ বছর তাদের মণ্ডপ হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে। অর্থাৎ, বিজেপি-র শীর্ষকর্তাদের মনের পূর্ণ ইচ্ছের পথেই হাঁটছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। আর তা আ।ড়ালে নয়, প্রকাশ্যেই।

পানীয় জলের অপচয় রোধ করতে নতুন আইন প্রণয়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ পানীয় জলের অপচয় রোধ করতে ও জল চুরি বন্ধ করতে রাজ্য সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করতে চলেছে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় আজ বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন। দফতরের প্রশ্নোত্তর পর্বে অভাব নিয়ে আজ তিনি বলেন বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ রাজ্য সরকার পৌঁছে দিলেও তাই সাধারণ মানুষ জল পাচ্ছেন না।, মাঝ পথেই বেআইনি ভাবে পাম্প লাগিয়ে বিনা অনুমতিতে জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে যাঁদের যাদের কাছে যতটা জল পৌঁছানোর প্রয়োজন তা পৌঁছাচ্ছে না। রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে এই জল চুরির অভিযোগ আসছে। কিন্তু এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায. অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার জলচুরি আটকাতে কড়া হতে চলেছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রী বলেন মানুষকে পানীয় জল দিতে সরকার বন্ধ পরিকর। আগামী দিনে মানুষ পানীয় হিসেবে জল ব্যবহার করতে পারে, তা অন্য কোনও কাজে যাতে ব্যবহার না হয় তাও দেখা হবে। জল চুরি আটকাতে জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতকে সচেতনতা শিবির করারও তিনি অনুরোধ জানান।

বালি খাদান মামলার তদন্তে সক্রিয় ইডি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ আগস্ট ঃ বুধবার সকাল সকাল শহরে ফের সক্রিয় ইডি। বালি খাদান মামলার তদন্তে সোনারপুরের পৌঁছে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অফিসাররা। ঝাড়খণ্ডের বেআইনি বালি খাদান মামলার তদন্তে রাজ্যের মোট ৩ টি জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান। বুধবার সকালেই সোনারপুরে পৌঁছে গেল ইডি। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লিতে বর্ণালী রায় নামে এক মহিলার বাড়িতে বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি চালাতে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, তাঁর সদ্য প্রয়াত স্বামী অরুণ রায়ের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে বেআইনি বালি খাদান দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

জেলে ফিরেই ফের অসুস্থ কালীঘাটের কাকু, ভর্তি হলেন এসএসকেএমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ ফের অসুস্থ হয়ে প।লেন কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। সেখানে ইডি তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মেজাজ হারান সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সাংবাদিকদের তীব্র ভৎর্সনা করেন। এদিন হাসপাতালে ঢোকার মুখে ইডি তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সুজয়কৃষ্ণকে। সেখানেই মেজাজ হারান তিনি। সাংবাদিকদের বলেন, তোদের বাপের কী! প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বুকে ব্যথা নিয়ে এসএসকেএমে ভরতি করা হয়েছে কালীঘাটের কাকুকে। কয়েক মাস আগেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন কালীঘাটের কাকু। তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই সময় প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। তারপর জেলে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ভরতি করা হয় এসএসকেএমে। পরবর্তীতে তাঁর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। হার্টের পরিস্থিতি ভাল না হওয়ায় অস্ত্রোপচার জরুরি ছিল। এদিকে এসএসকেএমে অপারেশনে রাজি ছিলেন না কালীঘাটের কাকু। তিনি বারবার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আবেদন করে আদালতে। তার প্রতিবাদ করে ইডি। শেষে বেসরকারি হাসপাতালেই হয় অস্ত্রোপচার। মঙ্গলবারই অস্ত্রোপচারের পর জেলে ফিরেছিলেন কালীঘাটের কাকু। সন্ধ্যেয় ফের শুরু হয় বুকে ব্যথা। রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। বর্তমানে আইসিইউ-তে রয়েছেন তিনি।

সিফরীর তত্ত্বাবধানে কালনায় ন্যাশনাল রেঞ্চিং প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে গঙ্গা নদীতে ছাড়া হলো মাছের চারা

২৩ আগস্ট ঃ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কালনার (পূর্ব বর্ধমান জেলা), মহিস্মর্দিনী ঘাটে আইসীএআর সিফরী ব্যারাকপুর দ্বারা 'ন্যাশনাল রিভার রেঞ্চিং প্রোগ্রাম ২০২৩'-এর অধীনে একটি রেঞ্চিং কর্মসূচি পরিচালিত করা হয়।৫ ই এপ্রিল ২০২৩ এ পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ থেকে এই কর্মসূচীটি শুরু করা হয়। ৩টি ভিন্ন রাজ্যর আলাদা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে এই কর্মসূচীটি। এখনও পর্যন্ত এপ্রিল থেকে আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে ২৭ লাখেরও বেশি মাছের চারা নদীতে ছাড়া হয়েছে। সিফরী র অধিকর্তা ডাঃ বি কে দাস, এবং ওনার নামামী গঙ্গা টিম এর সদস্যরা ভারতীয় মেজর কার্পের মোট ১.৫৬ লক্ষ উন্নত চারা (৪৫০ গ্রাম) নদীতে ছাড়েন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় তফসিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ৫৮ জন মৎস্যজীবী মহিলা এবং পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। কালনার মহিষমর্দিনী ঘাটে উপস্থিত সবাই কে মাছ চাষ ও ডলফিন সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন করা হয়। সিফরী র অধিকর্তা ডাঃ বি কে দাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গঙ্গা নদীর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি ব্রুড মাছ ধরা বন্ধ করতে বলেন। তিনি গত ৫ বছর ধরে সিফরীর দ্বারা পরিচালিত রেঞ্চিং কর্মসূচী, ও অন্যান্য উদ্যোগ সম্পর্কেও বলেন।

নদীর জলে কোনো রকম প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য স্থানীয় মানুষদের প্রতি আহ্বান জানান।এছাড়াও, তিনি মৎস্যজীবীদের ছোট মাছের চারা ও গঙ্গা নদীর গুরুত্ব এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার (নামামী গঙ্গে) কর্মসূচি স্থানীয় মস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরা হয় এই অনুষ্ঠানে।

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,২৩ আগষ্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে আইসিটি, অবকাঠামো, টেক্সটাইল এবং পর্যটন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,তাঁর স্বপ্ন বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা। তিনি বলেন,আমার একটি স্বপ্ন আছে যা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষেরও স্বপ্ন, আর তা হলো,২০৪১ সালের মধ্যে একটি ট্রিলিয়ন-ডলারের অর্থনীতি এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত স্মার্ট জাতিতে পরিণত করা।' তিনি আরো বলেন,স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে তারা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণে একটি উচ্চাকাক্সক্ষী প্রচেষ্টা শুরু করেছেন।শেখ হাসিনা ২৩ আগষ্ট রেডিসন হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেঃটারে দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার ু বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট' শীর্ষক একটি রোড শো'র অনুষ্ঠানে তাঁর বাসস্থান থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ভাষণে একথা বলেন।বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেঃট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫ তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ হাসিনা এখানে এসে পৌঁছেন।সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাণিজ্য,ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নির্ধারণে বাংলাদেশ তাঁর বাণিজ্যিক পরিস্থিতিকে দৃ।তার সাথে শক্তিশালী করে চলেছে।তিনি বলেন,আমাদের দৃ। বিশ্বাস আমাদের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র আমাদের জন্য সুবিধাই দেবে না বরং যারা আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে পছ ঃদ করে তাদের জন্যও লাভজনক প্রমাণিত হবে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের অনেক সম্ভাবনাখুঁজে নিতে তারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ,এটি বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলোর সাথে নিজেকে পরিচিত করার উপযুক্ত সময়।তিনি বলেনএটিই সময় বাংলাদেশকে আরও ভালোভাবে জানার এবং এর ভবিষ্যতে এখানে বিনিয়োগ করার আমরা আইসিটি, ইলেকট্রনিক্স, অবকাঠামো, টেক্সটাইল,পর্যটন, ভারী শিল্প এবং ছোট শিল্পের মতো খাতগুলোতে নানা সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব করেছি।মাদের সরকার সু ঃদরভাবে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' বাংলাদেশ সম্ভাব্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি বলেন,বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ,বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সর্বোত্তম আয়ের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই আপনারা আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুনআমরা আস্থাশীল যে আপনাদের বিনিয়োগ সাফল্যের জন্য প্রাধান্য পাবে এবং আমরা একটি টেকসই অংশীদারিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।' দক্ষিণ আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি নাগরিক একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ। আমরা আপনাকে আমাদের প্রবৃদ্ধিতে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই।'বাংলাদেশে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন,আসলে, আমাদের দেশে আপনার বিনিয়োগ সুরক্ষিত রয়েছে অব্যাহত হাই রিটার্ন্স ইনভেস্টমেঃটর(আরওআই) কারণে। এছা।া, আমাদের সরকার ব্যবসা-বান্ধব এবং স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করে যা আপনার বিনিয়োগের সফলতার নিশ্চয়তা দেয়।'এছা।া তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় এবং বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের রয়েছে সবচেয়ে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ নীতি। এর মধ্যে রয়েছে একটি উদারীকৃত শিল্প নীতি, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস, ১০০ বিদেশী মালিকানার ভাতা, একটি সহজ প্রস্থান নীতি, ১৫-বছরের কর ছা। নীতি,আমদানি করা যন্ত্রপাতির জন্য ভ্যাট ছা।,সুবিন্যস্ত পরিষেবা এবং আরও অনেক কিছু।তিনি আরো

বলেন, আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে, আমরা টেকসই দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থায়নের জন্য প্রস্তুত আছি।চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এআই ও ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপীআর্থিক সংযোগ' অনুসরণ করছে। বাংলাদেশ ট্রেডিশনাল কাস্টমার ব্যাংকিংয়ের চেয়ে বিনিয়োগ ব্যাংকিংকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।'বাংলাদেশ কেন লুক আফ্রিকা পলিসি' গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, আফ্রিকার জনসংখ্যা ১.৫ বিলিয়ন ছা।িয়েছে এবং বর্তমানে দ্রুত নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে- যা বাংলাদেশের জন্য, বিশেষত টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস ও কৃষি পণ্যের মতো খাতে রপ্তানি সম্প্রসারনের জন্য অনুকূল সুযোগ প্রদান করছে।'তিনি আরো বলেন, গত এক দশকে বাংলাদেশ আফ্রিকার নতুন বাজারের দিকে মনোযোগ দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতা উভয়েই আফ্রিকার অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুবিধার কথা স্বীকার করে। আফ্রিকায় ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যা ও ভোক্তা চাহিদার কারণে অঞ্চলটি বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির একটি আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত হয়েছে।'তিনি বলেন, একই সাথে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে আফ্রিকান দেশগুলো থেকে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল সংগ্রহের উপায় খুঁজছে। এই অন্বেষণের মধ্যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প, খনিজ,পেট্রোলিয়াম পণ্য, তুলা,কৃষিপণ্য ও আরো অনেক কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।গত পাঁচ দশকে, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধা, অভীন্ন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিক বন্ধনের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গ।ে তুলেছে-উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই বন্ধন ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সংযোগের মাধ্যমে আরো সুদৃ। হয়েছে। উভয় দেশই উন্নয়নের একই পথে আছে- যা পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নকে সম্ভবপর করে তোলে।প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন,উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত বছর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১৬.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার- যা উভয় দেশের রপ্তানি ও আমদানির পূর্ণ সম্ভাবনার তুলনায় কম। উভয় দেশের জন্য আমদানি-রপ্তানির আরো সম্ভাবনা রয়েছে।তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যে-উভয় দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বাণিজ্য সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি যৌথ কমিটি' প্রতিষ্ঠা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দ্বৈত কর এ।ানোর চুক্তি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহী।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এফবিসিসিআই ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেম্বারের মধ্যে একটি যৌথ ব্যবসায়িক ফোরামও গঠনেরও বাংলাদেশের পরিকল্পনায় রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ ভাদ্র, ১৪৩০

বিশ্ব খ্যাত ট্রপিক্যাল মেডিসিন

সম্পাদকীয়

কলকাতার 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে। এশিয়ার সেরা মেডিসিন গবেষণা কেন্দ্র। এটাইকে আবার বলা যেতে পারে যে এশিয়ার প্রথম মেডিকাল গবেষণাগার। কলকাতা মেডিকেল কলেজ যেমন এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঠিক তেমনি এশিয়ার প্রথম ওষুধ গবেষণাগার হচ্ছে কলকাতা স্কুল অব ট্রুপিক্যাল মেডিসিন। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লিওনার্ড রজার্স। তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি আবার বিখ্যাত প্যাথলজির চিকিৎসকও ছিলেন। এই ট্রাপিক্যাল মেডিসিন বিভাগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে স্বীকৃতি দেয়। তার আগে এখানকার সব গবেষকেরা ব্রিটেনের মেডিক্যাল কলেজে অধীনে গবেষণার কাজে লিপ্ত হতেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিন হন অধ্যাপক বিভূতি সাহা। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ডাক্তার প্রদীপ কুমার কুণ্ড। এখানে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন বিখ্যাত গবেষক রোনাল্ড রস, ইউ এন ব্রহ্মচারি, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাম নারায়ণ চক্রবর্তী এবং জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। রাম ভূষণ যাদব এখানে গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি নেপালের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর বাবা আমতে ছিলেন লেপ্রসি রোগ চিকিৎসায় জগত বিখ্যাত ব্যক্তি রূপে পরিচিত হন। তবে রোনাল্ড রস এখানে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ম্যালেরিয়া। ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেছিলেন। লিভারপুল স্কুল অব ট্রাপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আবার তিনি কলকাতা ট্রাপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশটি বছর কাটিয়েছেন। চিকিৎসক এবং গবেষক রোনাল্ড রস জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৩ মে ১৮৫৭ সালে আলমোরাতে। তখন এই আলমোরা ব্রিটিশ ভারতের অধীনে ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার একজন জেনারেল। পিতার নাম ছিল স্যার ক্যাম্বেল ক্লেই গ্রাণ্ড রস। ছোটবেলা থেকে রোনাল্ড রস পড়াশুনা করেছেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থানাধিকার লাভ করেন। ছোটবেলা থেকে ওষুধ আবিস্কার করার প্রতি তাঁর একটি টান ছিল। তিনি চেষ্টা করতেন নতুনভাবে কী করে চিকিৎসা করা যেতে পারে। প্রায় সময়ে তিনি ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতেন। রস ভারতে চলে আসেন ১৯৯১ সালে। সেই সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে থেকে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। তখন ভারতের ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময়ে কলকাতা সহ তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। বহু রোগীরা ম্যালেরিয়াতে মারা যেতে শুরু করলে চিকিৎসক রস আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না। তিনি এর বিহিত করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিষেধক তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখনও ম্যালেরিয়ার কোনও ওষুধ আবিস্কার হয়নি৷

ভারত তালিবানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না

ভারতের সঙেগ তালিবান সরকারের ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হলেও একনই ভারত আফগানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। তালিবানদের দাবি ছিল তারা একেবারে এখন বদলে গিয়েছে। যদিও তালিবানদের ওপরে ভরসা ছিল না করোর। আশঙ্কা সত্যি করে সম্প্রতি তালিবান কারাপ্রধান মোল্লা নরুদ্দিন তোরাবি জানিয়েছিলেন, শরিয়ত আইন মেনে তৈরি হবে সংবিধান। অপরাধের শাস্তি হিসাবে হাত পা কেটে নেওয়া হবে বা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হবে। এই সব শরিয়তি আইনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। পরের দিন হেরাটে দেখতে পাওয়া গেল ক্রেনে করে ঝুলতে একটি মৃতদেহ। এই সব ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে সারা বিশ্ব সন্ত্রস্ত। তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকার বিদেশ দফতর। রাশিয়া জানিয়েছে, আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে না রাশিয়া। ভারতও তালিবান সরকারকে কোনও রকম স্বীকৃতি দিচ্ছে না। বাংলাদেশ এখন তো স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা তোলেনি। আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র বলেছেন, এই ধরনের আইন সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার বিরোধী। তিনি আরও বলেছেন, তালিবান মুখে কি বলছে তা শুধু শুনছি এমন নয়। তারা কী কী কাজ করছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনাও করা হচ্ছে। আফগান সাংবাদিক, বিচারক, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত আমেরিকা সহ পশ্চিমের দেশগুলো। তবে আফগানের জঙ্গিদের কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না আমেরিকা। পেন্টাগণ প্রেস সচিব জন কিরবি জানিয়েছেন, সন্ত্রাস দমনে এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে তালিবাদের সঙ্গে কথা চালানোর কোনও প্রয়োজন দেখতে না আমেরিকা। আকাশ পথে হামলা আর থাকবে না বলে আমেরিকা জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ নিয়ে তালিবান কারাপ্রধান তুরাবির বলেছেন, আমার ওদের দেশের আইন নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওরা কেন আমাদের আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। যদিও মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এদিন জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে মান্যতা দেওয়ার কথা ভাবছে না । তিনি জানিয়েছিলেন, তালিবান সরকারকে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার ভাবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এখনও। তালিবান বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুস্তাকি ঘোষণা দিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিবান মুখপাত্র হিসাবে সুহেল শাহিনকে দূত হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি এটাও জানান, গুলাম ইশাকজাইকে বহিস্কার করা হয়েছে। যদিও শাহিনকে স্বীকৃতি দেবে কি না রাষ্ট্রপুঞ্জ সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

আলিপুর বোমা মামলা ঃ অভিযুক্ত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জবানবন্দি

রবীন্দ্রকুমার শীল

(আলিপুর বোমা মামলা। ভারতের বিখ্যাত একটি বিপ্লবী মামলা হয়েছিল কলকাতার আলিপুর জর্জ কোর্টে । সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ থেকে শুরু করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত সহ আরও বহু বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবীরা অভিযুক্ত হন। তাঁরা আদালতে বিচারপতির কাছে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তা বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জবানবন্দি দিয়ে লেখা শুরু করলাম।)

জবানবন্দি ঃ প্রায় ২৮ বছর বয়সী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এর বিবৃতি- আমার সমানে এল বার্লি, আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ১৯০৮ সালে ৪ মে ইংরেজি ভাষায় 'মাই নেম ইজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। আমার বাবার নাম ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। আমি জাত কায়স্ত, এবং পেশায় পূর্বে যুগান্তরের অবদানকারী। আমার জন্ম ইংল্যাণ্ডের ক্রয়েডনে। আমার বাড়ি থানা জেলার মৌজায়। আমি থাকি ৩২, মুরারি পুকুর রোড, মানিকতলায়। প্রশ্ন ঃ আপনি কি আমার একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনি কি বোঝেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের সমানে আপনার বক্তব্য আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনার বক্তব্য কি স্বেচ্ছায় দেওয়া হচ্ছে নাকি এটা করার জন্য আপনার ওপরে কোনও চাপ দেওয়া হয়েছে? উত্তর ঃ না । এটা বেশ স্বেচ্ছায়। প্রশ্নঃ আপনার কি বলার আছে বলবেন? উত্তর ঃ আমার যা বলার ছিল আমি লিখিত বক্তব্যে বলেছি। প্রশ্ন ঃ এখানে আমাকে এই বক্তব্য দিতে আপনার কোনও আপত্তি আছে? উত্তর ঃ আমি কি প্রথম থেকেই শুরু করবো? প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ। উত্তর ঃ আমার বক্তব্যে আমি সময় সম্পর্কে অস্পষ্ট থাকবো। কারণ তারিখ মনে রাখা কঠিন। আমি দেওঘর স্কুল থেকে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। প্রশ্ন ঃ আপনি কত বছর বয়সে ভারতে এসেছিলেন? উত্তর ঃ আমার বয়স যখন এক বছর। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর আমি ঢাকার গিয়েছিলাম সেখানে আমার ভাই মনমোহন ঘোষ ছিলেন অধ্যাপক এবং আমি সেখানে ফার্স্ট আর্টস পর্যন্ত পড়ি। এরপরে আমি আমার পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বরোদায় চলে যাই সেখানে আমার ভাই অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন গাইকোয়াড কলেজের অধ্যাপক। সেখানে আমি ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করি। আমি জেলা থেকে জেলায় ঘুরেছি এবং জিমনেসিয়াম শুরু করেছি। সেখানে যুবকদের শারীরিক ব্যায়াম এবং রাজনীতি শেখার জন্য একত্রিত হয়। আম প্রায় দুই বছর স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার করেছি। ততক্ষণে আমি বাংলায় প্রায় সব জেলায় গিয়েছিলাম। তারপরে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রচার দেশের জন্য হবে না এবং বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমার একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালু করার ধারনা ছিল, ততক্ষণে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আমি তাদের শেখানোর জন্য আমার নিজের নির্দেশে পুরুষদের নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম এবং তাই আমি এই গ্রুপটি সংগ্রহ করতে শুরু করে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার বন্ধু আবিনাশ ভট্টাচার্য (এখনন গ্রেফতার) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (এখন কারাগারে) এদের সঙ্গে আমি শুরু কাজ করি। আমি 'যুগান্তর' কাগজ প্রকাশ করি। দেড় বছর ধরে এটি পরিচালনা করেছি এবং তারপরে এটি বর্তমান পরিচালকদের হাতে দিয়েছি। আমি পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি আবার তরুণ নিয়োগে যুক্ত হই। ১৯০৭ সালের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত ১৪ বা ১৫ জন যুবক সংগ্রহ করেছি। আমি ছেলেদের ধর্মীয় বই ও রাজনীতিতে শিক্ষিত করেছি। আমরা সর্বদা একটি দূরবর্তী বিপ্লবের কথা ভাবি এবং এর জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই, তাই আমার অল্প পরিমানে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। সব মিলিয়ে আমি ১১টি রিভালবার , ৪টি রাইফেল এবং ১টি বন্দুক সংগ্রহ করেছি। আমাদের সার্কেলে ভর্তি হতে আসা অন্যান্য যুবকদের মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত; আমি ঠিক কবে মনে করতে পারছি না। কিন্তু এই বছরের শুরুর কথা। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাদের দলে আসতে চেয়েছিলেন এবং বিস্ফোরক তৈরির কাজ শিখে ছিলেন। বাবার অজান্তেই তাঁর বাড়িতেই একটি ছোট গবেষণাগার ছিল এবং তিনি সেখানে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আমি এটি কখনও দেখিনি, তিনি আমাকে এটি সম্পর্কে বলেছিলেন। তাঁর সহায়তায় ৩২ মুরারি পুকুর রোডের বাগানবাড়িতে অল্প পরিমানে বিস্ফোরক তৈরি করতে শুরু করি। এর মধ্যে আমাদের আর এক বন্ধু মেদিনীপুর জেলার কুন্দ্রাইয়ের হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) তাঁর সম্পত্তি কিছু অংশ বিক্রি করে যান্ত্রিকবিদ্যা এবং সম্ভব হলে বিস্ফোরক শিখতে প্যারিসে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ তিনি কখন গেলেন? উত্তর ঃ প্রায় ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি। প্রশ্ন ঃ তিনি কবে ফিরলেন? উত্তর ঃ তিন-চার মাস আগে। যখন তিনি ফিরে আসেন উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির কাজে যোগ দিতেন। প্রশ্ন ঃ তিনি এটা কোথায় করেছিলেন? উত্তর ঃ কলকাতার ৩৮/৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে এবং বাগবাজারে যেমন ১৫ গোপী মোহন দত্ত স্ট্রীটে তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন একটি বাড়ি, সেখানে। প্রায় ৫ বা ৬ মাস আগে প্রেস প্রসিকিউশন হওয়ার পরে আমরা অনেক বিস্ফোরক ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করি এবং যেখানেই আমরা অর্থের জন্য যেতাম আমাদের বিস্ফোরক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। দেশের কণ্ঠস্বর এর কথা ভেবে আমরা প্রস্তুতি শুরু করলাম। লেফটেন্যান্ট -গর্ভনর যখন রাঁচি যাচ্ছিলেন তখন ফরসি চন্দননগরে আমরা যে প্রথম চেষ্টাটি করেছি। উল্লাসকর দত্ত একটি ছোট ডিনামাইট এবং কিছু ফিউজ এবং ডিটোনেটর নিয়ে চন্দননগরে গিয়েছিলেন এবং স্পেশাল রেল আসার আগেই লাইনে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বিরক্ত হয়েছিলেন যেখান লোকেরা তাদের ঘর থেকে বের আসতে শুরু করেছিলেন। অন্য জায়গায় চেষ্টা করেও ঠিক মতো বসাতে পারেনি এবং স্পেশাল রেল এসেছিল কিন্তু সে ২ থেকে ৩টি কার্তুজ ফেলে চলে আসে। সেখানে একটি বৃথা বিস্ফোরণ হয়। প্রশ্ন ঃ এই বক্তব্যের জন্য আপনার কর্তৃত্ব কী? উত্তর ঃ আমি তাকে পাঠিয়েছি। আমি, উল্লাসকর এবং উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পরামর্শক্রমে এই কাজগুলি করতাম। উল্লাসকরের কাছ থেকে শুনেছি যে লেফটেন্যান্ট-গর্ভনর যখন কটক থেকে ফিরে আসছেন। তখন আরও দুইজন একই জিনিস নিয়ে শুরু করেছিলেন যেমন, বহুড়ার প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী এবং বিভূতি ভূষণ সরকার (আমি বিশ্বাস করি শান্তিপুরের) আমি তাঁদের সাথে গেলাম। আমরা ভেবেছিলাম তিনি আসানসোল হয়ে ফিরে আসবেন। আবার চন্দননগরে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন ঃ আপনার সাথে কি ছিল? উত্তর ঃ একটি মাইন এবং ফিউজ। আমরা অপেক্ষা করেছি কিন্তু সে সেভাবে আসেনি। প্রশ্ন ঃ আপনি কি মাইনটি রেখেছিলেন? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ কোথায়? উত্তর ঃ চন্দননগর ও মানকুণ্ডু স্টেশনের মধ্যে। তিনি না আসায় আমরা এটি তুলে নিয়ে এসেছি; আমরা চন্দরবাগোর স্টেশনে খোঁজ নিয়েছিলাম এবং আমাদের বলা হয়েছিল যে লেফটেন্যান্ট গর্ভনর আসছেন না। তৃতীয়বার আমরা খড়গপুরে একই ধরনের কাজে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন ঃ কে গেল? উত্তর ঃ একই ৩, আমি প্রফুল্ল ও বিভূতি। আমরা সকাল ১০ টায় খড়গপুর থেকে ট্রেন ছাড়লাম। বিকেলে আমরা ট্রেনে করে নারায়ণগড়ে গেলাম যেখানে রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তার ওপর অপেক্ষা করছিলাম। অন্ধকার হলেও আমরা রেললাইনের কাছে গিয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নারায়ণগড় থেকে এক মাইল দূরে খড়গপুর পারে একটি জায়গায় অপেক্ষা করলাম। এখানে আমি বিশদ বিবরণ দেব কারণ এই অপরাধের জন্য নিরপরাধ লোকেদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সাথে ৫ পাউন্ডের একটি মাইন ছিল। ওপরে একটি ঢাকনা সহ একটি মোটা লোহার পাত্রে চার্জ করা ডিনামাইটের ঢাকনা কেন্দ্র করে একটি হোল্ড ছিল, আমাদের কাছে পিকারিক যৌগ দিয়ে তৈরি একটি ফিউড ছিল এবং পাউডারটি একটি কাগজের নলে স্থাপন করা হয়েছিল; আমরা একটি সীসা পাইপ ব্যবহার করেছি যদি এটি ব্লাস্ট দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়।

কাশ্মীরে চিনের আর্থিক করিডরে সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে চিন

চিন যে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে সেখানে চিনা সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে চিন এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রই ভারতের বিরোধী অবস্থানে উপস্থিত। এবারে তালিবানদের পাশে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করছে পাকিস্তান। তালিবান সরকারকে যদি ভারত বিরোধী করা যেতে পারে তাহলে পোয়া বারো। নেপাল, পাকিস্তান, চিন, আফগানিস্তান ভারত বিরোধী জোট তৈরি হবে। তাহলে ভারতের ওপরে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। পাকিস্তানের লক্ষ হল কাশ্মীর। চিন এখন সেই দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, আমি থাকি না থাকি সবার কাছে কাশ্মীর ইস্যুটা হচ্ছে ভারতের সম্মান। কাশ্মীর কখনই পাকিস্তানের অংশ নয়। এতকদিন ধরে যারা কাশ্মীরের পাকিস্তানের হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এবারে কাশ্মীরে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। এতকাল ধরে কাশ্মীরে যারা মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিল এবারে তাদের বিপরীত মেরু থেকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। এটাই হচ্ছে বিজেপির চূড়ান্ত লক্ষ্য। কাশ্মীরের হিন্দুদের বহু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়েছে। কাশ্মীর ছাড়া হয়ে গিয়েছে বহু হিন্দু পণ্ডিত পরিবার। এবার তাদেরকে কাশ্মীরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। মোদি হিন্দুদের বলেছেন, সাহস অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভারতের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে নিজেদের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। তারা বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চনার শিকার হয়েছে। বিজেপি সরকার থাকতে সেটা আর করতে দেওয়া হবে না। হিন্দুদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে হিন্দুস্তানে। তার জন্য প্রয়োজন হলে সরকার পাশে এসে দাঁড়াবে। বিজেপি সরকার দুর্বলদের সরকার। দুর্বলদের সবল করতে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে আসীন। কিন্তু পাকিস্তান এখন থেকেই ভারতের ফাঁক খুজে বের করার চেষ্টা করছে। ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মান হানি করা সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের শক্তি না থাকলে তালিবানদের শক্তি নিয়ে ভারত বিরোধী শক্তিশালী জোট চেষ্টা করবে পাক সরকার বিসেষ করে পাকিস্তানের সেনা বিভাগ এবং তাদের গুপ্তচর সংস্থা। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ভারত বিরোধী নাশকতার আশঙ্কা প্রত্যাশা করছে। ভারত আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে তালিবানদের আফগানিস্তান দখল করাকে সামনে রেখে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে পাকিস্তান। সেটা যাতে করতে না পারে তার জন্যই বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে প্রধানমন্ত্রী আবেদন রেখেছেন। তিনি মনে করছেন, ভারত সতর্ক হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নেতারা চুপ করে বসে নেই। তারা ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবান শক্তিকে সামনে রেখে ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা ছক কষে ছিল পাকিস্তান তা এখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। চিন একাধিপত্যের অধিকারকে সরাসরি অস্বীকার করতে শুরু করেছে ভারত। সমুদ্র পথকে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। সমুদ্র পথটা কারোর নিজস্ব সম্পত্তি না হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত হচ্ছে বিদেশনীতিতে জাতীয় স্বার্থপূরণ লক্ষ্য নিয়ে সব দেশই এগিয়ে আসে। ভারত তা থেকে কেন পিছিয়ে থাকবে। ভারত সব দেশের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে করোনা আবহের কালে বিশ্বের যে কোনও দেশ চেয়ে আর্থিক দিক দিয়ে ভারত শক্তিশালী হতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে জাতীয় রাজনীতির সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় রত ভারত।

পাকিস্তান নির্বাচনের লক্ষ্যে ভারত ও আমেরিকা

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়ে যাবে। ভারতে লোকসভার নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এদিকে আবার বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। ফলে ভারত খুবই সতর্ক। পাকিস্তান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিকে একদম সহ্য করতে পারছে না সেটা পরিস্কার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সখ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে। সরিফের সঙ্গে মোদির মেলামেশাটা ভালো নজরে দেখে নি পাকিস্তানের প্রশাসন এবং সেনা কর্তারা। হঠাৎ করে কোনও আগাম খবর না দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির পাকিস্তান মাটিতে পা দেওয়াটা পাকিস্তানের ভারত বিরোধী জঙ্গিদের কাছে যেমন নিন্দাসূচকে পরিণত হয়েছিল ঠিক তেমনি ভারতের মাটিতে জাতীয় দলগুলোর দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এটাই প্রথম ছিল পাকিস্তান সফর মোদির। দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীর নিয়ে যে ঝামেলা জিইয়ে রেখে দিয়েছে পাকিস্তান সেখানে ভারতের কোনও রাষ্ট্র নেতারা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। কিন্তু মোদি তাঁর দীর্ঘ কূটনীতি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করতে হবে। না হলে রক্তের বিনিময়ে কাশ্মীর ভারতকে গ্রহণ করতে হবে। ভারত রক্তপাত চায় না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই দাবিকে সামনে রেখে মোদি পাকিস্তান সফর করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কংগ্রেস দ্বারা বেশি করে সমালোচিত হয়েছিল। এদিকে পাকিস্তানে ভারত বিরোধী নেতা ছিলেন ইমরান খান। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নিলেন। নওয়াজ শরিফ বিদায় নিল। জয় হল ভারত বিরোধী দলের পাকিস্তানে। তারপরে দৃশ্যটা ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করলো। ইমরান খান রাশিয়া থেকে এসেই ভারতের সমর্থক হয়ে গেলেন। তার ফলে তিনি পাকিস্তানের সেনা দল এবং গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর শত্রুকে পরিণত হলেন। ফলে তাঁর গদি গেল। তিনি গদিহীন প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকলেন। এখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ভারত বিরোধী ইমরান খান এখন ভারত প্রেমিকে পরিণত হয়েছেন। তিনি পাকিস্তান সেনাদের কাছে এখন অচ্ছ্যুত। তাঁকে কারাগারে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি দেশের আর প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন। এখন পাকিস্তানে তদারকি সরকার চলছে। এদিকে ইমরান খান কারাগারে। কিন্তু তাঁর দল পাকিস্তানের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে ইমরান দলের নেতারা বলেছেন যে জেলে বসেই ইমরান খান পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। এদিকে পাকিস্তানের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ মনে করেন যে ইমরান খান এখন ভারতের হয়ে দলালি করতে শুরু করে দিয়েছেন। পাকিস্তানের হিংসা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে পাকিস্তানে যা হচ্ছে তা তাদের অভ্যন্তরীন ব্যাপার। সেখানে ভারত কোনও সময়ে নাক গলাবে না। এদিকে আমেরিকা পাকিস্তানের নির্বাচনের দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত লক্ষ্য রাখছে। তবে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ এখন ভারত বিরোধী কথা বলে ভোট পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ তাঁর দাদাকে আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন পাকিস্তানের দুর্দিনের সময়ে নওয়াজ শরিফকে পাকিস্তানের খুবই প্রয়োজন। পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো কাশ্মীর নীতিকে সমানে রেখে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। তবে চিন পাকিস্তানের ভোটের ব্যাপারে চুপ করে রয়েছে। তারা কোনও কথা বলছে না। আফগানিস্তানরা চুপ করে রয়েছে। তারা তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে নয়। সেই কারণে তারা পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যাপারে উৎসাহ দেখচ্ছে না। তবে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক চিন্তা যাতে আফগানিস্তানে প্রবেশ না করে তার দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করেছে। এদিকে ব্রিকস সম্মেলন শুরু হওয়ার পথে। সেখানে সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা উপস্থিত হবেন। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ, চিন-ভারত সীমান্ত বিবাদ, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়গুলি বিশেষ করে স্থান পাবে। আগামি দিনে পরমাণু যুদ্ধ কোন দিকে প্রসারিত হবে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। ভারতকে পরমাণু হামলা ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। জার্মান তো পরমাণু চুল্লিগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। তারা আর পরমাণু শক্তি ব্যবহার করবে না বলে জানা গিয়েছে। সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে। বিশ্বের পরিবেশকে সুস্থ রাখতে গেলে সব পরমাণু চুল্লিগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া দরকার বলে মনে করেন জার্মান দেশের চ্যান্সেলর। সেই কারণে ব্রিকস সম্মেলন পরমাণু শক্তি ব্যবহার নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এদিকে ভারত মহাকাশ গবেষণার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। মহাকাশ গবেষণা করে যদি চাঁদে বসবাস যোগ্য বাসভূমি তৈরি করা যেতে পারে তাহলে পৃথিবীর ওপরে জনসংখ্যার চাপটা কমতে থাকবে। নাসা আবার মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহে অভিযান করতে শুরু করেছে। নতুন বাসযোগ্য গ্রহের সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছে নাসা। মঙ্গল গ্রহের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করেছে নাসা। সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে আরও বেশি করে ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বের বিজ্ঞান জগত যখন মহাকাশ গবেষণা করতে ব্যস্ত তখন পাকিস্তান ভারতকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। খাদ্য সংকটে ভুগতে শুরু করেছে পাকিস্তান। ভারতের সীমান্ত ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তানের নাগরিকেরা না খেতে পড়ে মারা পড়বে। পাকিস্তান সরকার ভারতের শত্রু হতে পারে কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ নাগরিকেরা ভারতের শত্রু নয়। তারা ভারতের প্রশংসা করে। পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের কথা চিন্তা করে সীমান্ত ব্যবসা বন্ধ করেনি ভারত। একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভারত আফগানের ব্যাপারেও। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে । ফলে তালিবান সরকার ভারত বিরোধী কোনও কথা বলতে পারছে না।

কলকাতার ইতিহাস ঃ কলকাতার ডাকাত

১৭৮৯ সালে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী চৈতন্য দত্তের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে রোজ ব্রাউন নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যবতী হত্যার হওয়ার পরই কলকাতা গোয়েন্দা ভারতের প্রথম তৈরি হল। কলকাতার একশো বছর আগে কেমন অপরাধ ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতা ইংরেজদের ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার ফলে এখানে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বণিকেরা আসতে শুরু করলো। আবার কেউ কেউ চাকরি পাওয়ার আশা নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হতো। তখন কলকাতায় সেনা বিভাগে লোক নেওয়া হতো। এই সব সৈনিকেরা মাঝে মধ্যে খুবই অত্যাচারি ছিল। রাতের বেলায় কলকাতা ময়দান আতঙ্কের স্থান ছিল। তখন কেউ সাহস করে কলকাতা ময়দানে রাতের বেলায় যেত না। এমনকী দিনের আলো কমে আসলে ময়দানে একটি লোকের দেখা মিলতো না। ১৭৯১ সালে ১ সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে জানা গিয়েছে যে ফোর্টের কাছে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে। মিস্টার মাসউইক পালকি করে যাওয়ার সময়ে আট জন ইউরোপীয়ান সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি গুরুতর আহত হন এবং তাঁর কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৭৭৩ সাল থেকে ১৭৯১ সাল পর্যনত সময় লাগে ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করতে। কলকাতার শিয়ালদহ থেকে বহুবাজার এবং নেবুতলার এলাকার ফরডাইস লেন লোকমুখে 'গলাকাটা লেন' বলে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেছে। ১৭৮৬ সালে কোলুটোলা নিবাসী চৈতন্য দত্তের বাড়িতে হানা দিয়ে ছয় হাজার টাকা নিয়ে চম্পট। ডাকাতের দলে ছিল বাঙালি এবং পর্তুগিজ। ১৭৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল সুপ্রিম কোর্ট কলকাতায়। তৈরি হল 'ক্রিমিনাল সেশনস'। ১৭৯৫ সালে অপরাধ অধিবেশন শুরু হল। শাস্তি দেওয়ার জন্য অস্থায়ী ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হল। সকলের সামনে অপরাধীদের ধরে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হতো। এই জায়গাটি ছিল হেস্টিংসের কাছে। ১৭৭৫ সালে সম্ভবত এখানেই মহারাজ নন্দ কুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ১৮২৫ সালে ফাঁসি দেওয়ার স্থান গিয়ে উপস্থিত হল প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণ দিকে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঠিক নিচে ছিল 'মেলানকলি'। সেখানে ফাঁসিতে মৃত্যদেহ ঝুলিয়ে রাখা হতো। পচন না ধরা পর্যন্ত। ১৮২০ সালে এই প্রথার অবসান হয়। ১৮ শতকে কলকাতার অপরাধ জগত এবং তার শাস্তি বিধান দেওয়ার ছোট ইতিহাস তুলে ধরা হলো (তথ্য সূত্র ঃ কলকাতা পুলিশ)

কলেজ পড়ুয়াকে মারধর করে বিষ খাইয়ে খুন

প্রেমিকা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বৈষ্ণবনগর থানায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ এক তৃতীয় বর্ষের কলেজ পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকা সহ তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার রামেশ্বরপুর এলাকায়। মৃতদেহ আনা হয় ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই কলেজ পড়ুয়ার নাম চিরঞ্জিত মন্ডল (২৪)। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার মহেশ্বরপুর এলাকায়। চিরঞ্জিত মালদা সাউথ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বলে জানা গেছে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত চার বছর ধরে চিরঞ্জিত সুজাপুর বাজারপাড়া এলাকার এক যুবতীর ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার তাগিদে গতকাল চিরঞ্জিতকে ফোন করে দেখে রাত দশটা নাগাদ তার বাড়িতে ডাকে যুবতী। অভিযোগ উঠে, সেই সময় কলেজ ছাত্র চিরঞ্জিতকে তার প্রেমিকা ও পরিবারের সদস্যরা বেধড়ক মারধর করে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খাইয়ে দেয়। সেখান থেকে চিরঞ্জিত কোনওক্রমে পালিয়ে আসে। এরপর বন্ধুদের ফোন করে বিষয়টি জানায়। বন্ধুরাই চিরঞ্জিতকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রাতেই স্থানীয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাতেই তাকে ভর্তি করা হয়। চিরঞ্জিতের অবস্থার আরও অবনতি হলে সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা চিরঞ্জিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে মৃত কলেজ ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে মৃত ছাত্রের দাদা ইন্দ্রজিৎ মন্ডল জানান, আমার ভাইয়ের সাথে বিগত চার বছর ধরে সুজাপুর বাজার পাড়ার এক যুবতীর ভালোবাসা ছিল। সেই ভালোবাসার জন্যই গতকাল রাত দশটা নাগাদ আমার ভাইকে ফোন করে ডাকে তার প্রেমিকা। এরপর আমরা গভীর রাতে খবর পাই যে, আমার ভাই বেদরাবাদ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। সেখানে ছুটে গিয়ে ভাইকে জিজ্ঞাসা করি এবং পরে জানতে পারি তাকে তার প্রেমিকা ও তার পরিবারের সদস্যরা বেধড়ক মারধর করে কীটনাশক খাইয়ে দেয়। সেখান থেকেই আমার ভাই কোনক্রমে পালিয়ে আসে এসে তার বন্ধুদেরকে ফোন করে। আমরা বেদরাবাদ হাসপাতালে যাই সেখানে ভাইয়ের অবস্থার অবনতি দেখি তারপরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করি চিকিৎসার জন্য। সেখানেও আমার ভাইয়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়। তারপরে আজ সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগে আমার ভাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে চিকিৎসকেরা। আমি এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। আমি চাই পুলিশ অভিযুক্তদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। আমার ভাইকে যারা এইভাবে মেরেছে তাদের ফাঁসি চাই।

মহিষাদলে তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ আগস্ট ঃ মহিষাদলে এক তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যুর জেরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বাড়ির খানিকটা দূর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে ওই তৃণমূল নেতাকে। তবে কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বুধবার সকালে সকালে চাপি মধ্যপল্লি এলাকায় পুরানো রেশন দোকানের কাছে ওই যুবকের মোটরবাইকটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খানিকটা দূরে একটি বাড়ির পেছন থেকে উদ্ধার হয় তৃণমূল নেতার দেহ। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শেখ আহমেদ (৩৬)। একটা সময়ে সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে যোগ দেন তৃণমূলে। লক্ষ্যা ২ নম্বরের তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। মৃত যুবকের মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরচ্ছিল বলে খবর। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করতে গেলে তদন্তের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। স্থানীয় এক বাসিন্দা বিজয়কুমার মণ্ডল জানান, যে বাড়ির পিছনে মৃত দেহটি উদ্ধার হয়েছে সেখানে আমার বৃদ্ধ বাবা ও মা থাকেন। আজ সকালে মা ও বাবা বাড়ির পিছনে গিয়ে ওই যুবকে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি। তবে কি টাকা হাতাতেই খুন? নাকি নেপথ্যে রাজনীতি? জানার চেষ্টায় পুলিশ। মৃতের স্ত্রী মানোয়ারা বিবি জানান, মঙ্গলবার বিকেল ৪ টে নাগাদ বাড়ি থেকে নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল আহমেদ। মহিষাদলের একটি দোকানে রাখা সোনার গহনা ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই টাকা নিয়ে যান তিনি। এরপর রাতে জানিয়েছিল দোকান থেকে গয়নাগুলি বুধবার দেওয়া হবে। রাত সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত যোগাযোগ হলেও তারপর থেকে আহমেদের ফোন সুইচ অফ।

তৃণমূল নেতার দোকানে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন। সারা রাজ্যের নজর এই মুহূর্তে ধূপগুড়িতে। এই মুহূর্তে জোরদারভাবে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার। সরকারি প্রার্থীর সঙ্গে আছেন বিক্ষুব্ধ একাধিক প্রার্থী। এবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর ও তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। এ নিয়ে এলাকায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বামনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সৌমেন দেবনাথ। তিনি ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি। রাস্তার পাশেই সৌমেনের দোকান রয়েছে। সেই দোকানেই লাগানো ছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকা। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলতে গিয়ে সৌমেন দেখতে পান তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে। একইভাবে তাঁর দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসেন ধূপগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইভান দাস।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-৮৪ থেকে ৯০-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ২২.০৮.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং, কেস নং, কাজের নাম, টেন্ডার মূল্য, বায়না মূল্য নিম্নরূপ ঃ (১) ও-এসি-টি-৮৪-২৩-২৪, সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে এসটিএন-জেএজে শাখায় টিটিএন-এলএইচবি-র মধ্যে এলসি গেট নং ৩৩ এ/ই-র পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার, ৫,৮০,১৮,০৪৯.৫৩ টাকা, ৪,৪৪,১০০ টাকা (২) ও-এসি-টি-৮৫-২৩-২৪, [illegible] ... (৩) ও-এসি-টি-৮৬-২৩-২৪, সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে [illegible] ... (৪) ও-এসি-টি-৮৭-২৩-২৪, [illegible] ... (৫) ও-এসি-টি-৮৮-২৩-২৪, [illegible] ... (৬) ও-এসি-টি-৮৯-২৩-২৪, [illegible] ... (৭) ও-এসি-টি-৯০-২৩-২৪, সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধিক্ষেত্রের ইউডিএল (ওএল)/আরপিএফ পোস্টে ফার্ণিচার ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং আরপিএফ চেম্বার, হাজত, টয়লেট, ১২ সিট ক্যাপাসিটি সহ অফিসের ব্যবস্থা সহ আরপিএফ পোস্ট বিল্ডিংয়ের মেরামতি/নবীকরণের জন্য ওপেন টেন্ডার, ২৭,৯০,০৬৫.৯৬ টাকা, ৫৫,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস (ক্রমিক নং ১ থেকে ৫ ও ৭-এর জন্য) এবং ১০ মাস (ক্রমিক নং ৬-এর জন্য) **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** - তে দেখা যাবে। ASN-94/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৮৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২১-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ২৮-এপি-III-২০২৩। **কাজের নাম ঃ** গুলমা, বাগরাকোট, চালসা জং., কেরন, বানরহাট (১ও ২) এবং মাদারিহাটে - ডিইএন-III/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অধীনে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৬১,৩৭,০৩৮.৪৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৮০,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৯-০৯-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৯-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the executive officer
Khejuri- 1 Panchayat Samity
Kamarda Bazaar ::: Purba Medinipur

NIT No- WB/EO/KH-1/10/23-24

Tender Id 2023_ZPHD_559670_1

E-Tender is invited by the Executive Officer, Khejuri-1 Panchayat Samity. of 1 nos Scheme etc. Details may be had website- **https://wbtenders.gov.in** & **https://purbamedinipur.gov. in**

Sd/-
Executive Officer
Khejuri -I Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিই/টিপি/টেন্ডার নোটিস/পার্ট-I/২০২৩/০০৩, তারিখ ২২.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস, গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত স্টোর দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন যা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ সিইটিপি এসইআর ২০২৩/০০৩। উপকরণের বিবরণ ঃ** প্রদত্ত প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ আরডিএসও দ্বারা ইস্যু করা প্রয়োজনীয় জেনেরিক স্পেসিফিকেশন এবং প্রযোজ্যমতো ফিল্ড ট্রায়াল করার জন্য উপযুক্ততার শর্তাবলী পূরণ করা ভারতীয় রেলওয়ে (আইআর) সিস্টেমের জন্য রেল, স্লিপার ও সমস্ত ফিটিংস/ফাসনিংস ও সেগুলির সংযোগ ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবস্থা সমেত পিএসসি স্লিপারগুলিতে বিছানো ৬০ই১/৬০ কেজি ইউআইসি রেল সহযোগে ব্যবহারের জন্য স্যুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্টের নক্শা তৈরি, প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ, স্থাপন এবং ফিল্ড ট্রায়াল। **দ্রষ্টব্য ঃ** ১) এসইজে-র সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ৬ মিটারের চেয়ে কম হবে না। ২) বিডারের নক্শা অনুযায়ী এসইজে-র মুভমেন্ট রাখা যেতে পারে, তবে ১০০ মিমির কম হলে চলবে না। ৩) আইআরএস টি-১২-২০০৯ (সমস্ত কারেকশন স্লিপ সহ) অথবা ইএন ১৩৬৭৪ স্পেসিফিকেশন কাজে লাগানো যেতে পারে, অনুসারে আর-২৬০ গ্রেড, ক্লাস-'এ' ক্লাসিফিকেশনের রেল হতে হবে। ৪) সোজা ট্র্যাকে বিছানোর জন্য এসইজে-র নক্শা তৈরি হতে হবে। অবশ্য, টেন্ডারদাতারা উল্লেখ করতে পারেন যে তাঁদের ডিজাইন কার্ভড্ ট্র্যাকে বিছানো যাবে কিনা। এবং যদি করা যায়, যত পর্যন্ত কার্ভের ডিগ্রি হতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে। (**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৬০ মাস)। **পরিমাণ ঃ** ৫০ সেট। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৬,৮৪,৯০৪ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৩,৩৩,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** চুক্তি শুরুর ৬ মাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। সমাপ্তি ঃ ২৪ মাসের মধ্যে (বিশেষ শর্তাবলীর অনুচ্ছেদ ১৫.০তে বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা আছে)। **যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** ট্রায়াল এসইজে-এর জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ টেন্ডার নথিপত্রে প্রদত্ত চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর অনুচ্ছেদ নং ৪.০ এবং ৭.০ অনুযায়ী। **টেন্ডার খোলার জন্য বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৯.২০২৩-এ দুপুর ২টা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৯.২০২৩। (PR-538)

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation Tender

Tender Notice No- 01/HCM/Eng/2023 Dated- 23.08.2023 Memo No- 730/HCM/Eng/D.P

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the work of Repairing of office canteen shade of Hooghly Chinsurah Municipality in ward no-10, Under 4th SFC fund. Details information will be available from Municipal office **24.08.2023 within 10.00 A.M upto 28.08.23 at 2.00 P.M.** Purchase of Tender paper Dated **29.08.23 on 2 P.M** & dropping date: **30.08.23 at 2.00 P.M.** For details information please visit website- **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No : 309 / HirGP / 2023 Dated: 21 / 08 / 2023
NIT No-04/HirGP/2023-24

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of seven Construction works in Hirbandh GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO-Bauridiha, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

আন্তর্জাতিক সন্মান দুই খুদে শিল্পীর

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৩ আগস্ট ঃ শিশুদের মনের বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি রং পেন্সিলের আঁচড়ে নানান রকমের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার বিষয়টি হয়ে উঠেছে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সেই পথেই হেঁটেই ফের সাফল্য এলো তমলুকের খুদে পড়ুয়াদের ঝুলিতে। ছবি এঁকে জাপানে আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীতে সেরার খেতাব হাসিল করে নিল তমলুকের দুই শিশুশিল্পী। জাপানের টোকিও শহর। এই শহরেই প্রতিবছরের মত এবারেও দেশ-বিদেশের খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজিত হয় ৫৩তম আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র প্রদর্শনী। আয়োজক সংস্থা ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এডুকেশন, সহযোগিতায় দি মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স অফ জাপান। যেখানে সারা বিশ্বের শিশুদের সৃষ্টিশীল মৌলিক আঁকাগুলির মধ্যে নির্বাচিত ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছবি আঁকার বিষয় ছিল শিশুর কল্পনা। আর এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তমলুক ব্লকের হরিদাসপুর এলাকার রূপকলা আর্ট স্কুলের দুই কৃতি ছাত্র ছিনিয়ে নিল জাপানের গোল্ড অ্যাওয়ার্ড। হরিদাসপুরের কাঁকুড়খানার বাসিন্দা সোহম পট্টনায়ক। ছোট্ট থেকেই তার ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ ছিল। বর্তমানে রঘুনাথবাড়ি রামতারক উচ্চতর বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সে। বাবার অরুপ পট্টনায়ক। পড়াশোনার পাশাপাশি অয়েল প্যাস্টেল রঙ দিয়ে কাগজের ওপর ফুটিয়ে তুলে ছিল সমুদ্রতটের দৃশ্য। অন্যদিকে অপর এক শিশুশিল্পী চতুর্থ শ্রেণীর স্কুল ছাত্র রাজ পাল। অনন্তপুরের বাসিন্দা বাবা বাণেশ্বর পাল। তার হাতে আঁকা ছবিটির মাধ্যম ছিল পেপার কোলাজ। রঙিন কাগজকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছবির ড্রইং অনুযায়ী আঁঠা দিয়ে কাগজের টুকরো গুলিকে বসিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল বসন্ত কালের রঙবেরঙের গাছপালা। প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ পরিবারে ছাত্র হলেও তার এই সৃজনশীলতার পুরস্কার স্বরূপ সিলভার অ্যাওয়ার্ড জিতে নিয়েছে সে। অর্থাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে যে শহরে পৌঁছানোটা তমলুকের প্রত্যন্ত গ্রামের এই সকল ক্ষুদে পড়ুয়াদের কাছে স্বপ্নের মতই। তখন সম্প্রতি জাপানের টোকিও শহরের আন্তজার্তিক শিশু চিত্র প্রদর্শনীতে তাদের হাতে আঁকা ছবিই সেরার স্বীকৃতি আনন্দে আটখানা ওরা। আর্ট স্কুলের শিক্ষক বিশ্বজিৎ বেরা বলেন, গতবছর ডিসেম্বরে তিন থেকে পনেরো বছর বয়সী আর্ট স্কুলের শিশুশিল্পীদের আঁকা সৃজনশীল, মৌলিক ভাবনার ছবিগুলি জাপানের টোকিও শহরে ৫৩তম আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র প্রদর্শনীর জন্য পাঠানো হয়েছিল। মে মাসে সেগুলি বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার পর সম্প্রতি ডাকযোগে দুই ছাত্রের এই অভাবনীয় সাফল্য আমাদের অনেকটাই প্রেরণা দিয়েছে।

বাজ পড়ে আহত ৭

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ আগস্ট ঃ ক্লাস চলাকালীন আচমকা বাজ পড়ে আহত হল ৬ ক্ষুদে পড়ুয়া সহ ৭ জন। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে লাউদোহার জামগড়া গ্রামে। আহতদের স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন সকাল থেকে লাউদোহা এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়। দুপুর নাগাদ বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টি শুরু হয়। ওই সময় জামগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চলছিল। আচমকা বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে বাজ পড়ায় আহত হয় ৬ পড়ুয়া ও এক রাঁধুনি। আহতদের স্কুলের শিক্ষকরা স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। যার মধ্যে দুজন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় ও একজনের শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় পুলিশ, ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য সুজিত মুখোপাধ্যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অবিভাবকরা। আহত রাঁধুনি চন্দনা বাদ্যকর জানান, রান্না করছিলাম। তখন ডাল নামানো চলছিল। হাতে একটা স্টিলের বাটি ছিল। আচমকা বিকট শব্দে বাজ পড়তে বাটিটা হাত থেকে পড়ে যায়। গোটা অবশের মত হয়ে পড়ে। বাকি সহকর্মীরা তড়িঘড়ি গরম ডাল খাওয়ানো শুরু করে। আর একদিকে কয়েকজন পড়ুয়া ক্লাসরুমেই পড়ে যায়। তাদের হাত ও পায়ে শক খায়। একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এদিকে ঘটনার পর উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন হাসপাতালে পৌঁছায়। হাসপাতালে চিকিৎসার ঘন্টাখানেক পর কয়েকজন একটু সুস্থ অনুভব করে।

জেলাজুড়ে তাণ্ডব চালাল হাতিরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে শতাধিক হাতির তাণ্ডব। হাতির দল ভেঙে দিয়েছে একাধিক বাড়ি, নষ্ট করছে প্রচুর ফসল। তাই হাতির হামলায় আতঙ্কিত ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা। বুধবার সাতসকালে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের সিপাইবাঁধ এলাকায় চাষের জমিতে হাতির দল তাণ্ডব চালিয়ে ক্ষতি করেছে কয়েক বিঘা জমির ধান চাষ। এছাড়াও আখড়াশোল গ্রামে বেশ কয়েকটি মাটির বাড়িও ভেঙেছে হাতির দল। হাতির হামলায় একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। হাতির দল বুধবার ভোর রাতেই খাবারের সন্ধানে ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং চাষের জমি নষ্ট করে জঙ্গলে ফিরে যায় বলে জানা গেছে বনদপ্তর সূত্রে। বুধবার সকালে ফের জঙ্গল থেকে হাতির দল ওই এলাকায় এসে প্রকাশ্য দিবালোকে খাবারের সন্ধানে তাণ্ডব চালায় বলে গ্রামবাসীরা জানান। যার ফলে ওই এলাকার বাসিন্দারা হাতির হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। অপরদিকে বুধবার বিকালে খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রামলাল বড়ডিডিহা গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মধ্যে রুটমার্চ করে রামলাল। বেশ বেশ কিছুক্ষণ পর রামলাল নামক ওই হাতি চন্দ্রী যাওয়ার পিচ রাস্তার উপর হেঁটে চলে শান্ত মেজাজে। গ্রামের মানুষজন রামলালকে দেখে ছবি তোলার পাশাপাশি দেখতে ভিড় জমান। রামলাল নামক হাতিটি শালগুড়া গ্রামে রাস্তার ধারে থাকা ধানের গোডাউনের দরজা ভেঙে ধানের বস্তা টেনে নিয়ে খায়। যার ফলে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বন দফতরের কর্মীরা, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ওই এলাকার গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে রামলালকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় বন দফতরের কর্মীরা। এছাড়াও বুধবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের পুকুরিয়া সহ বিভিন্ন গ্রামে হাতির দল খাবারের সন্ধানে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করেছে। যার ফলে যথেষ্ট আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি, নয়াগ্রাম সহ বিভিন্ন ব্লকে হাতির দলের তাণ্ডব বুধবারও অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে গ্রামবাসীরা হাতির হামলায় ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

সঙ্কটে ছাত্র-ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৩ আগস্ট ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেও মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হতে পারছেন না সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা। উপাচার্য না থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে ভর্তি। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে তাঁদের অভিভাবক এবং আদিবাসী সংগঠনগুলি। তাঁরা শীঘ্রই স্নাতকস্তরে ভর্তি শুরু করার দাবি জানিয়েছেন, না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত আড়াই মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। ফলে স্নাতকস্তরে প্রথম বর্ষে সাঁওতালি মাধ্যমের ভর্তির অনলাইন পোর্টল খোলাই যায়নি। যার জেরে ভর্তি হতে পারেননি ছাত্র-ছাত্রীরা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা আশাবাদী খুব শীঘ্র নতুন উপাচার্য আসবেন। শুরু হবে ভর্তি প্রক্রিয়া। ২০২১ সালে প্রথমবার অলচিকি হরফে সাঁওতালি মাধ্যমে ৪৫ জন পড়ুয়া উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। কিন্তু পাশ করলেও ভর্তির কলেজে ভর্তির সুযোগ ছিল না। ভর্তি হতে না পেরে আন্দোলনে নামে পড়ুয়ারা। শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অলচিকি হরফে সাঁওতালি মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হয়। গত বারও সেখানে ছাত্র ভর্তি হয়। কিন্তু এবার উপচার্য না থাকায় বন্ধ হয়ে রয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। বিপাকে পড়েছেন পড়ুয়ারা। ভর্তি না হতে পেরে পড়ুয়াদের আক্ষেপ, তাদের হয়তো পড়াশুনাই ছেড়ে গিতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ সামগ্রীর প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ প্রাথমিকে পাঠরত শিশুদের নিয়ে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রে। এই অনুষ্ঠানে হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দশটি প্রাথমিক বিদ্যালকে নিয়ে এই শিক্ষা উপকরণ বা টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াস এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হলো রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রের বিদ্যালয়ের পরিদর্শক শর্মিলা ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুযাদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়াতে এই রিডিং ফেস্টিভালের সূচনা করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। আর এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আজ হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রের এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক শর্মিলা ঘোষ জানান পঠন উৎসবের অংশ হিসেবে এই শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী আমরা আয়োজন করেছি। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই কম খরচে ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নংঃ ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪০_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে ব্যান্ডেল, কাটোয়া, বর্ধমানে ১০ শয্যার আরপিএফ মহিলা ব্যারাক নির্মাণ এবং গুলমোহর/হাওড়ায় জি+১ মহিলা আরপিএফ ব্যারাকের ছাদের ওপরে জি+২ স্টোরির সম্প্রসারণ। [কাটোয়ায় মহিলা আরপিএফ ব্যারাক (১০ শয্যা) নির্মাণ]। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪১,৩৩,৩৫৬.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮২,৭০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪২_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে বি.বি. ল্যুপে দিব্যাংগ যাত্রীদের জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, টয়লেটের উন্নয়ন এবং সাইনেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪৮,২০,০৮৯.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৪,১০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ৩, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৩_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/কাটোয়ার শাখায় দিব্যাংগ যাত্রীদের জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, টয়লেটের উন্নয়ন এবং সাইনেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২১,৫৬,৭৮৩.৩১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬০,৮০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ৪, ই-টেন্ডার নংঃ ১৪৪_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় দিব্যাংগ যাত্রীদের জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, টয়লেটের উন্নয়ন এবং সাইনেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯৪,২১,৬১১.৭৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৮৮,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নংঃ ৫, ই-টেন্ডার নংঃ ১৫১_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের শাখায় দিব্যাংগ যাত্রীদের জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা, টয়লেটের উন্নয়ন এবং সাইনেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২৭,৬৭,১০৩.২৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬৩,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস (ক্রমিক নং ১-এর জন্য) এবং স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ মাস (ক্রমিক নং ২ থেকে ৫-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-221/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-১৩-আর

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএ-টিডব্লু-৭৩-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বরালা **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-টিডব্লু-৪০-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বেলমুড়ি **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-টিডব্লু-২০৮-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), শেওড়াফুলি **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-টিডব্লু-৪৩-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোবরা **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-টিডব্লু-১৩-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চন্দননগর **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-টিডব্লু-৩৯-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বেলানগর **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিএসজিবি-টিডব্লু-৭২-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোসাইগ্রাম **(৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-টিডব্লু-২৪২-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গুপ্তিপাড়া **(৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-টিডব্লু-৪৬-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাগিলা **(১০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ -টিডব্লু-১৮৮-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পাণ্ডুয়া **(১১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-এমএক্স-২৩২-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), কাটোয়া **(১২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই -আরডব্লু-২২২-২২-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), পূর্বস্থলী **(১৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই -আরডব্লু-২২১-২২-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), পূর্বস্থলী। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-২০-আর২

ক্রমিক নং, লট নং./ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-এফডব্লু-৫৪-২২-১ (পার্কিং-ফোর হুইলার), সালার **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচপিডি -টিডব্লু-৭৮-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), দাহাপাড়াধাম **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ -টিডব্লু-৬৪-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), মানকুন্ডু **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ -টিডব্লু-৬৩-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), মানকুন্ডু **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-টিডব্লু-১৯৭-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), রসুলপুর **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-টিডব্লু-২১৫-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), মোরগ্রাম **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসওএই-টিডব্লু-৮৪-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সোমরাবাজার **(৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এবিজিএম-টিডব্লু-৭৫-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), অম্বলগ্রাম **(৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনআরএক্স-টিডব্লু-২১২-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), নোয়াদারঢাল **(১০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইএউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সিঙ্গুর **(১১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-টিডব্লু-২৩৭-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), জনাই রোড **(১২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-টিডব্লু-১৩২-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), মসাগ্রাম **(১৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-টিডব্লু-২১৩-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বনপাস **(১৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিএফ-টিডব্লু-১০৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাঁকাপাসি **(১৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-টিডব্লু-১-২২-৩ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), কোন্নগর **(১৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-টিডব্লু-৭৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চৌরিগাছা **(১৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-টিডব্লু-২৩৮-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পাল্লা রোড **(১৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসপিএস-টিডব্লু-২২০-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), শ্রীপত শ্রীখন্ড **(১৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনএলএসএফ-টিডব্লু-৮৩-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), নিয়ালিশ পাড়া **(২০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই -এমএক্স-২৪১-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড্), সাগরদিঘী। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-২২-আর

ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-টিডব্লু-১৩৬-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), খানা **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-টিডব্লু-৮৮-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), মল্লারপুর **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই -টিডব্লু-৫৫-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), লালবাগ কোর্ট **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-টিডব্লু-২১০-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), খানা **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-টিডব্লু-২১১-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ভেদিয়া **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরআইএস-টিডব্লু-২০৩-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), রিষড়া **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-টিডব্লু-১৬-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), কোপাই **(৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ভিএসপিআর-টিডব্লু-৫৭-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট **(৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-টিডব্লু-২১৬-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চাতরা **(১০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-টিডব্লু-১২১-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), জৌগ্রাম **(১১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-টিডব্লু-২২-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), কাটোয়া **(১২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-টিডব্লু-২২৫-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), প্রান্তিক **(১৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএলএই-টিডব্লু-৮০-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সালার **(১৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইজেড-এমএক্স-২২৭-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), শ্রীখন্ড **(১৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেজিএলই -এমএক্স-৫৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড্), খাগড়াঘাট রোড **(১৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনবিকেএইচ-এমএক্স-৭৭-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), নবগ্রাম কাঁকুরহাটি **(১৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-এমএক্স-৫৩-২২-২ (পার্কিং-মিক্সড্), সালার **(১৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিটিআরএইচ-এমএক্স-৯৩-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), ভাতার **(১৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এমএক্স-৭৬-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), কর্ণ সুবর্ণ **(২০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এমএক্স-২০০-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), আরামবাগ **(২১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-আরডব্লু-৯৫-২২-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), শক্তিগড় **(২২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-আরডব্লু-৮১-২২-২ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), সালার। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টা। HWH-220/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 05/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. are invited from benefited agencies. Last date of Application & opening is **31.08.2023 up to 2.00 pm** & Dropping and opening on- **08.09.2023 3:00 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer P.W.D
Hooghly Construction
Sub-Division No-III
Baliguri, Tarakeswar,
Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **শ্যামল দাস,** পিতা স্বপন কুমার দাস, নিবাস মিলননগর মহম্মদ কালাচাঁদ রোড, সোদপুর হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ৪৫৪৪ সাল ১৯৮৭ এবং দলিল নং. ৪২৯৬ সাল ১৯৮৯ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি ঘোলা থানায় তারিখ ১৭-০৭-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১০২৭। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

উইনসাম হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ-২৮/ ১, শেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
Corporate Identification Number : L19129WB1976PLC030723
ফোন ঃ ৯১ ৩৩ ২২৮৭-২৩৭৩/ ৪৬০৩-৪২০৭, ফ্যাক্স ঃ (৯১-৩৩) ২২৮৭-১৩৭১
E-mail : winsome@kredogroup.in,
Website : www.winsomeholdings.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা উইনসাম হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর,২০২৩ কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ২৮/ ১, শেক্সপীয়র সরণী, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৭ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বানিজ্যিক সূচী যা আলোচিত হবে স্থির রয়েছে সভার বিজ্ঞপ্তিতে তারিখ ৮ আগস্ট, ২০২৩।

অনুসারী ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন,২০১৩, সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি আনন্দিত সদস্যদের সুবিধা দিতে পেরে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বৈদ্যুতিনভাবে (রিমোট ই-ভোটিং) সমস্ত আলোচনায় যা স্থির রয়েছে নোটিসে।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর,২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে ১৭ সেপ্টেম্বর,২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। রিমোট ই-ভোটিং উল্লেখিত সময় এবং তারিখের পর আর বিবেচিত হবে না।

একজন সদস্যর ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে তাদের শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন কোম্পানির ভিত্তিতে ১১ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে **(কাট-অফ তারিখ)।**

কোন ব্যক্তি যার নাম রয়েছে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা পরিচালিত ডিপোসিটারি দ্বারা কাট-অফ তারিখে তারাই সুবিধা পাবেন রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএমে ভোটদানের।

কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়েছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ১১.০৯.২০২৩, রিমোট ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান -**winsome@kredogroup.in**। ভোটের সুবিধা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে এজিএমে এবং সেই সদস্য যিনি ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তিনিই এজিএমে ভোটদান করতে বিবেচিত হবেন।

কোন সদস্য এজিএমে অংশ নিতে পারবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করার পর তবে তিনি পুণরায় এজিএমে ভোটদান করতে পারবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস, সঙ্গে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি প্রদান করা রয়েছে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.winsomeholdings.co.in এবং এজেন্সির ওয়েবসাইটে- www.evoting.nsdl.com।

যদি কোন প্রশ্ন / সহায়তা দরকার ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে-www.evoting.nsdl.com বা এনএসডিএল-র সাথে যোগাযোগ করুন টোল-ফ্রি নাম্বারে ঃ ১৮০০-২২২-৯৯০।

আরও যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতি মেঘা কাপুর, কোম্পানি সচিব, উইনসাম হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি. ২৮/ ১, শেক্সপীয়র সরণী, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৭, ই-মেল ঃ **winsome@kredogroup.in**, টেলি ঃ ৯১ ৩৩ ২২৮৭-২৩৭৩।

বুক ক্লোজার ঃ

বিজ্ঞপ্তি অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ এতদ্বারা জানানো যায় যে সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর,২০২৩ থেকে সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর,২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য যা অনুষ্ঠিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
উইনসাম হোল্ডিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
স্বা /-
মেঘা কাপুর
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৩.০৮.২০২৩

COOCH BEHAR MUNICIPALITY
COOCH BEHAR
PHONE: 03582-295070, E-mail id: chairmancbm@gmail.com
No: Estt/2975/CBM-23 Date: 23/08/2023

WALK-IN-INTERVIEW

A “Walk-in-interview” will be held on **31.08.2023 from 12:00 Noon to 4:00 P.M.** at The office Chamber of the Chairman of Cooch Behar Municipality, Cooch Behar for recruitment of purely contractual basis to the post of a part-time Bengali Teacher.

The details about educational qualification, experience and other criterion for the post and format for application are available in **www.coochbeharmunicipality.com.** The interested and eligible candidates may appear for Walk-in-interview, as scheduled, along with filled up prescribed bio-data with original supporting documents.

Sl No.	Name of the post	No. of Post	Eligibility	Age	Monthly Remuneration	Type of appoinment
1.	Bengali Teacher (Purely on contractual basis)	01 (One)	The applicants/ candidates must have the Bachelor Degree/Graduation and must have Bengali is one of the subjects	Not below the age of 21 years and not exceeding the age of 37 years as on 1st January, 2023.	Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only per month	Purely on Contractual basis (initially for a period of 1 year)

Note: No TA/DA is admissible for attending the interview.

Sd/- Chairman
Cooch Behar Municipality
Cooch Behar

দুরন্ত ভ্রমণ

এবার ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি কাশ্মীরের টিউলিপ গার্ডেনকে

কাশ্মীরের টিউলিপ গার্ডেন, অনেকে হয়ত যান নিকাশ্বীর, তাই হয়ত জানেন না। কিন্তু যারা গিয়েছিলেন তারা ভূবনখ্যাত এই গার্ডেনের রূপ দেখেছিলেন। এবার তার টুপিতে নতুন পালক জুড়লো। লন্ডনের ওয়ার্লড বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন। এশিয়ার বৃহত্তম পুষ্প উদ্যানের তকমা পেল সে। সোমবার টুইট করে এই খুশির খবর দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। নিয়ম মেনে চলতি বছরের ২৩ মার্চ পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল টিউলিপ উদ্যান। বর্তমানে ৬৮ রকমের ১৫ লক্ষেরও বেশি টিউলিপ রয়েছে অপূর্ব বাগানে। লাল-হলুদ-সাদা- গোলাপি ফুলেদের সমারহে সাজানো পাহাড়ি উপত্যকা চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে পর্যটকদের। প্রতিদিনই লেগে থাকে ভিড়। এক মরশুমে কয়েক লক্ষ পর্যটক কাশ্মীরের টিউলিপ গার্ডেনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। আমির খসরুর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এদিন টুইট করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। হরদীপ সিং পুরি লিখেছেন, শ্রীনগরের টিউলিপের মনোরম নিস্বর্গ এশিয়ার বৃহত্তম পুষ্প উদ্যান হিসাবে ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছে! ৬৮ টি প্রজাতির ১৫ লক্ষ টিউলিপের বিস্ময়কর উদ্যান আকর্ষণ করে এক লক্ষ পর্যটককে! উল্লেখ্য, শ্রীনগরে ডাল লেকের কাছের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছিল ২০০৭ সালে। যা জম্মু-কাশ্মীরের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থল।

পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপের মাঝে পিকচার পারফেক্ট জায়গা

চা বাগানের বাঁক ধরে ধরে চলে গিয়েছে রাস্তা। বৃষ্টিতে ভিজে চা বাগান আরও সবুজ আর সতেজ হয়ে ওঠে। বর্ষায় চা পাতা তোলা হয় না। কাজেই তখন আরও সবুজ হয়ে ওঠে চা বাগানগুলি। পাহাড়ের ঢালগুলি তখন দেখলে মনে হয় কেউ যেন সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। কার্শিয়াংয়ের কাছে এমনই একটি গ্রামে কাটিয়ে যান কয়েকটা দিন। জায়গাটির নাম বেলতার। অজানা অচেনা নাম। তেমনই অচেনা এখানকার পরিবেশ।

আনকোড়া বললে ভুল হবে না। কার্শিয়াংয়ের মার্গারেট হোপ মোড় থেকে যে রাস্তাটি বঁকে গিয়েছে নীচের দিকে সেই রাস্তাটি ধরে চলে আসতে হয় এই বেলতারে। পথে পড়বে টুং স্টেশন। দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত টয় ট্রেনের স্টেশন এই টুং। এখান থেকেও যাওয়া যায় বেলতার। কার্শিয়াংয়ের একেবারেই অফবিট জায়গা এটি। চারিদিকে কেবল চা-বাগান। তার মাঝে ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম। গুটি কয়েক লোকের বাস। সেখানে রয়েছে হোমস্টে। তাতে আবার রেস্তরাঁও রয়েছে। মূলত চা বাগানকে কেন্দ্র করেই এই পর্যটন কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। চা বাগানের মাঝে ছোট ছোট কটেজে রয়েছে থাকার জায়গা। বেলতারে যে থাকার জায়গাটি রয়েছে সেটা ইউনিক কারণ এই রিসর্টের মাঝে রয়েছে একটা ছোট্ট সুইমিং পুল। যেটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা হ্রদ। আর তার চারপাশে রয়েছে চোট ছোট কটেজ। অসম্ভব সুন্দর একানকার প্রাকৃতিক শোভা। পাহাড়ের কোলে একেবারে নিঝুম-নিরিবিলি একটা জায়গা। কাছাকাছি একটা ঝোরাও রয়েছে। বর্ষায় তার জল বেড়ে যায়। প্রয়োজনে টেন্টে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। কাছেই রয়েছে চা-বাগান। সকালে সূর্যোদয় দেখে পায়ে পায়ে ঘুরে নিতে পারেন গোটা গ্রাম। সেই সঙ্গে এখানে বেড়ানো হয়ে গেলে চলে আসুন কার্শিয়াংয়ে। সেখানেও বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান। বেলতারে একটা দিন কাটিয়ে চলে আসুন কার্শিয়াংয়ে। সেখানে আবার প্রতি বৃহস্পতিবার বসে অরগ্যানিক হাট। বিভিন্ন অরগ্যানিক শাক- সবজি থেকে শুরু করে স্থানীয় জিনিস পত্র বিক্রি হয়। কার্শিয়াংয়ের এই বাজার সম্প্রতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মহাব্যবস্থাপকের উপস্থিতিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-কবি সুভাষের উপর স্পিড ট্রায়াল পরিচালিত

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ কবি সুভাষ - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কবি সুভাষ - জয় হিন্দ (বিমানবনগর) মেট্রো প্রকল্পের (অরেঞ্জ লাইন) উপর একটি

ট্রায়াল চালানো হয়েছে আজ, অর্থাৎ ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেলের উপস্থিতিতে একটি এসি রেক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ স্টেশনে ফেরার যাত্রার সময়, ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে স্পিড ট্রায়াল করা হয়েছিল। এই ট্রায়ালটি ১৩.২৪ ঘন্টায় শুরু হয়েছিল। এবং রেকটি কবি সুভাষ স্টেশনে পৌঁছায় ১৩.৩২ টায়। অবিরাম চলমান শ্রী রেড্ডি এই স্পিড ট্রায়ালের সময় ড্রাইভিং মোটরম্যানের ক্যাবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে এটি এমন একটি প্রসারিত যার উপর একটি রেক সর্বোচ্চ ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলতে পারে। শ্রী পি উদয কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান এবং মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানে উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশনের যাত্রী সুবিধাগুলি এবং কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে ব্লু লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের মধ্যে যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি আজকের ট্রায়াল রানের সার্বিক কাজ এবং ফলাফল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি মেট্রোতে পার্ক স্ট্রিট থেকে UP এবং DN এর কবি সুভাষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

'থাকবে না ডলারের দাপট', আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ পুতিনের

আমেরিকা, ২৩ আগস্ট ঃ ইউক্রেন বনাম রাশিয়া যুদ্ধ এখনও থামেনি। এই লড়াই আসলে পুতিন বনাম মেঘের আড়ালে থাকা পশ্চিমের দেশগুলির লড়াই, তা সর্বজনবিদিত। এই প্রেক্ষাপটেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সামিটে

আমেরিকার বিরুদ্ধে কার্যত অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর হুঙ্কার, আর থাকবে না ডলারের দাপট। ভারত, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্রিকস গোষ্ঠী। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছে জোটের পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন। চলবে তিনদিন। ২২ থেকে ২৪ আগস্ট। প্রথমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল জোহানেসবার্গে পৌঁছে যান মোদী। রয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তবে ভার্চুয়ালি অংশ নিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরোয়ানা থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকায় সশরীরে হাজির না থাকলেও ব্রিকস জোটে আমেরিকা বিরোধী সুর বেঁধে দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার বিরুদ্ধে কার্যত অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর হুঙ্কার, আর থাকবে না ডলারের দাপট। আমাদের অর্থনীতির ডি-ডলারাইজেশন প্রক্রিয়া দ্রুত চলছে। সাম্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মানের নীতি মেনেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। তিনি সাফ জানান, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ডলারের আধিপত্য নাশে ব্রিকসের তৈরি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' কাজ করবে। সদস্য দেশের মধ্যে জাতীয় মুদ্রায় লেনদেন করার কথাও বলেন তিনি। উল্লেখ্য, বিশ্ব বাজারে মার্কিন ডলারের কদর প্রচুর। স্তিতিশীল মুদ্রা হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার। ভারতের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারের প্রাণ ডলারই। তবে ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে পরিস্থিতি পালটেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ' শুরু করেছে আমেরিকা ও ইউরোপ। নিষেধাজ্ঞার জেরে বিদেশে সঞ্চিত প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারে হাত দিতে পারছে না মস্কো। একইসঙ্গে, রাশিয়ার ব্যাংকগুলিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের সুইফট' ব্যবস্থা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই, জ্বালানির দাম রুবলে মেটানোর দাবি জানিয়ে আসছে পুতিন প্রশাসন। বিশ্লেষকদের মতে, ব্রিকস দেশগুলির জিডিপি বিশাল। ডলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিন ও রাশিয়া একজোট হলে আমেরিকা বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

ভারত ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

জোহানেসবার্গ, ২৩ আগস্ট ঃ ভারত ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ১৫-তম ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারত সম্পূর্ণরূপে ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সমর্থন করে, আমরা এই বিষয়ে ঐকমত্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াকে স্বাগত জানাই। জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ব্রিকসকে ভবিষ্যত- প্রস্তুত সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের নিজ নিজ সমাজকেও ভবিষ্যত- প্রস্তুত করতে হবে, এবং এতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, প্রায় দুই দশকে, ব্রিকস একটি দীর্ঘ এবং দুর্দান্ত যাত্রা করেছে। এই যাত্রায় আমরা অনেক

অর্জন করেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতিত্বে ব্রিকসে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। ভারত নিজস্ব জি-২০ সভাপতিত্বের অধীনে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বৈঠক করেছেন। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে তাঁর একটি দুর্দান্ত বৈঠক হয়েছে। তিনি বলেন, উভয় দেশ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্ককে আরও গভীর করার লক্ষ্যে বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আলোচনায় বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং বিনিয়োগের যোগসূত্রগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

ভারতে ওঠানামা করছে কোভিড সংক্রমণ

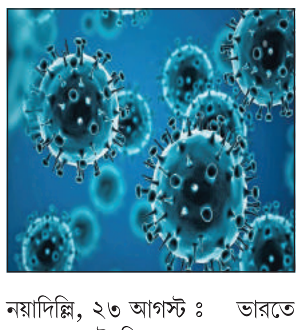

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বা।ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা- রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৭৫ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,৩৩১ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৮,৫৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা- স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৩,৩১০-তে পৌঁছেছে।

রাজস্থানকে দুর্নীতি-মুক্ত রাখতে রাজ্যের যুব সমাজ দৃঢ় সংকল্প ঃঅনুরাগ ঠাকুর

জয়পুর, ২৩ আগস্ট ঃ রাজস্থানকে দুর্নীতি-মুক্ত রাখতে রাজ্যের যুব সমাজ দৃঢ় সংকল্প। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার দু'দিনের সফরে রাজস্থানের জয়পুরে পৌঁছেছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর। মন্ত্রকের মিডিয়া ইউনিটগুলির আধিকারিক ও বিজেপি নেতারা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, রাজস্থানকে দুর্নীতি মুক্ত করতে রাজ্যের যুবরা এখন দৃঢ় সংকল্প। পেপার লিক, চাকরিতে দুর্নীতি-সহ একাধিক বিষয়ে সে রাজ্যের সরকার জর্জরিত বলে অনুরাগ সিং মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন জযপুরের এসএমএস স্টেডিয়ামে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারগুলির উদ্বোধন করেন। ভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ভারত মহাকাশ সেক্টরে বিশাল বৃদ্ধি করেছে। আমরা সবাই সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি যখন চন্দ্রযান-৩ মিশন সফল হবে। এই মিশন ভারতকে বিশ্বের খুব কম দেশের মধ্যে রাখবে, যারা মহাকাশ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত-র ১০০ পর্বের কর্মশালা শুরু

ভোপাল, ২৩ আগস্ট ঃ ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে বুধবার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' -এর ১০০ পর্বের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় মন কি বাত-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারত ও বিদেশের ১০০ জন বক্তা একই প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখবেন। ১০০ জন শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি শুনবেন। প্রতিটি বক্তার সামনে ১০০ জন নতুন শ্রোতা থাকবে। এই কর্মশালার আয়োজন করছে মধ্যপ্রদেশ টাস্ক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক পলিসি রিসার্চ সেন্টার। অনুষ্ঠানে সামাজিক সচেতনতার জন্য ১০০ টি রেজুলেশনও নেওয়া হবে। কর্মশালার সমন্বয়কারী ড. রাঘবেন্দ্র শর্মা বলেন, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান সোনার ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কর্মশালাটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাবে। এই কর্মশালার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ডঃ শর্মা আরও জানান, কর্মশালাটি ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে চলবে। প্রতিটি কর্মশালার ভিতরে জল সংরক্ষণ, দেহদান, চক্ষুদান এবং নাগরিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারও নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে যাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে এতদিন আলোচনা করেছেন তাদের কর্মশালায় সংবর্ধিত করা হবে বলেও সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। গড়ে ২৩ কোটি মানুষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানটি শোনেন। বিশ্বের বহু শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি শোনেন। কর্মশালায় ডক্টর শর্মার বইয়ের প্রথম অংশও প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বসপা, বৈঠকে বসলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৩ আগস্ট ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করে দিল বসপা। অন্যান্য দলের মতো বহুজন সমাজ পার্টিও নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বুধবার বসপার প্রধান মায়াবতী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে লখনউতে একটি বৈঠক করেন। লখনউতে আয়োজিত এই বৈঠকে মায়াবতীর দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। লখনউতে দলের সদর দফতরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, দলের প্রধান জোন-ইনচার্জ, জেলা সভাপতি এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড মাইনরিটি কমিউনিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (বিএএমসিইএফ)- এর পদাধিকারীরা। পার্টি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, সংগঠনের সম্প্রসারণ, নির্বাচনে লড়ার জন্য প্রস্তুতি এবং বুথ-স্তরের নির্বাচনী কৌশল।

রামপুরহাট ও চতরার মধ্যে ৩ য় লাইনের কমিশনিং কাজের জন্য ট্রেনের সংশোধিত নিয়ম

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ ১৯.৮.২০২৩ থেকে ০৬.০৯.২০২৩ পর্যন্ত রামপুরহাট এবং চতরা স্টেশনের মধ্যে ৩ য় লাইন চালু হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের অ-ইন্টারলকিং নন- ইন্টারলকিং কাজের কারণে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ কিছু ট্রেনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছে। এখন একটি (০১) জোড়া অতিরিক্ত যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে বর্ধমান থেকে ০১ জন যাত্রী (ট্রেন নং ০৩৪৬৯) এবং ০১ যাত্রী বারহারওয়া থেকে (ট্রেন নম্বর ০৩৪৭০) ৩১.০৮.২০২৩ এবং ১২৫১৪ গুয়াহাটি- সেকেন্দ্রাবাদ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (মালদাবাদ) ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে আগমন) এবং ২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস (মালদা ২৮.০৮.২০২৩ এবং ০৬.০৯.২০২৩ তারিখে মালদা আগমন) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম, আন্দুলজগঞ্জ, হাওড়াজপুর স্টপেজ, বান্দেলগঞ্জ, হাওড়াহজ স্টপেজ হয়ে ডাইভার্ট করা হবে, নবদ্বীপ ধাম, ব্যান্ডেল ও হাওড়া স্টেশন। অধিকন্তু, ২২৫০৩ কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (আন্দুল ০২.০৯.২০২৩ তারিখে প্রস্থান) আন্দুল, হাওড়া, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ হয়ে হাওড়া, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, ০৯ জানুয়ারী রোড ০৯ তে স্টপেজ দিয়ে ডাইভার্ট করা হবে। ট্রেন চলাচলের অন্যান্য আগের ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

দিল্লি ধর্ষণ মামলা ঃ অভিযুক্তের বিষয়ে জানতে চেয়ে পুলিশকে নোটিশ স্বাতী মালিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট ঃ দিল্লি কমিশন ফর উইমেন (ডিসিডব্লিউ)-র চেয়ারপার্সন স্বাতি মালিওয়াল একটি ১৫ বছরের মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তের বিষয়ে জানতে চেয়ে পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছেন। স্বাতি মালিওয়াল ডিসিপি সাউথ ডিস্ট্রিক্টকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের সম্পর্কে বিশদে জানতে চাওয়া হয়। দিল্লি কমিশন ফর উইমেন (ডিসিডব্লিউ) জানায়, কমিশনকে মেয়েটির বাবা একটি অভিযোগ জানায়। অভিযোগটি হল, তাঁর মেয়ে ২৩ মার্চ রাতে নিখোঁজ ছিল। তার বাড়ি সঙ্গেমদনগির, আম্বেদকর নগরে। তিনি দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে তাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। সকালে মেয়েটি বাড়িতে ফিরে এসে বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল। নির্যাতিতার বাবা জানান, ঘটনার পরে, মেয়েটির আচরণে পরিবর্তন আসে, সে সবসময় চুপচাপ ও একা-একা থাকতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির অবস্থা খারাপ হতে থাকে। তার প্যানিক অ্যাটাক হতে শুরু করে। ১৭ আগস্ট, মেয়েটিকে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, জানা যায় সে ৩-৪ মাসের গর্ভবতী ছিল। ডিসিডব্লিউ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ডিসিডব্লিউ-র চেয়ারপার্সন স্বাতি মালিওয়াল ডিসিপি দক্ষিণ জেলাকে চিঠি দিয়ে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের সম্পর্কে বিশদে জানতে চান। এদিকে, ঘটনায় অভিযুক্ত দিল্লি সরকারের আধিকারিক প্রেমোদয় খাখা এবং তাঁর স্ত্রী সীমাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজত দেওয়া হয়েছে। তিস হাজারি আদালতের বিশেষ পকসো বিচারক এই হেফাজতের নির্দেশ দেয়। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোমবারই অভিযুক্ত সরকারী আধিকারিককে তার পদ থেকে সাসপেন্ড করেন। নির্যাতিতা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নেপালে নদীতে বাস পড়ে নিহত ৮ যাত্রী, আহত ১৭ জন

কাঠমান্ডু, ২৩ আগস্ট ঃ নেপালের কাঠমান্ডু থেকে পোখারাগামী একটি বাস ত্রিশূলী নদীতে পড়ে আট যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুর্ঘটনায় ১৭ জন যাত্রী আহত হওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ১৩ যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ধাদিং জেলার গাজুরিতে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক দীপক নিওপনে জানিয়েছেন, কাঠমান্ডু থেকে ২৫-৩০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি বুধবার সকাল ১১ টার দিকে ত্রিশূলি নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ। তিনি আরও জানান, দ্রুতগতির জন্য বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৩০০ মিটার নিচে নদীতে পড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ৮ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ১৭ যাত্রীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধাদিং ডিএসপি মদন বাহাদুর কুনওয়ার জানিয়েছেন, গুরুতর আহত ১৩ যাত্রীকে অ্যাম্বুলেন্সে কাঠমান্ডুতে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা আহহতরা গজুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে নদী থেকে বের করে আনা হচ্ছে। বাসের নিচে আরো কয়েকজন যাত্রী চাপা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতের সাফল্যে গর্বিত প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর তা স্পষ্ট

ইসলামাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ কয়েক ঘণ্টা পরেই হতে চলেছে ইতিহাস। চাঁদের আবহাওয়া ঠিক থাকলে ভারতীয় সময় ৬ টার একটু পরেই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের দক্ষিণ মেরুতে সফট ল্যান্ডিং করবে চন্দ্রযানের ল্যান্ডার বিক্রম। সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় অধীর অপেক্ষায় ভারতীয়রা। এই পরিস্থিতিতে পাক সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করলেন। দাবি জানালেন পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম যেন চন্দ্রযান ৩-এর চাঁদে অবতরণের মুহূর্তটি সম্প্রচার করে। ইমরানের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ফাওয়াদ চৌধুরী। সেই প্রাক্তন মন্ত্রীকেই দেখা গেল ইসরোর সাফল্য কামনা করতে। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে এই মুহূর্তকে মানবসভ্যতার জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, পাক সংবাদমাধ্যমের উচিত সন্ধ্যে সোয়া ৬ টা থেকে চন্দ্রযানের ল্যান্ডিংয়ের সম্প্রচার করা। মানবসভ্যতার জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশেষ করে ভারতের জনতা,

বিজ্ঞানী ও মহাকাশ সংস্থার জন্য। অনেক অভিনন্দন। উল্লেখ্য, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম পৌঁছানো দেশ হিসাবে জয়ধ্বজা ওড়াবে ইসরো। দেশজুড়ে শুরু হয়ে যাবে উৎসব। আপাতত ইতিহাসের সাক্ষী হতে উন্মুখ সকলে। তাই পাক মন্ত্রীর এই পরামর্শ। কিন্তু মনে হয় না পাক সরকার তা গ্রহণ করবে। তারা ভারতের কোনও কিছুই পাক জনতাকে দেখাতে প্রস্তুত নয়। দুই দেশের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। ইমরানের প্রাক্তন মন্ত্রী ভারতের সঙ্গে হাত মেলাবার কথা প্রকাশ্যে না বললেও তিনি যে ভারতের সাফলে গর্বিত তা স্পষ্ট।

Name Change

I, SALEK is wrongly recorded in my Passport No- J9594849, S/o- MD JULLUR RAHAMAN MOMIN. Residing at Vill - Marupur, Post- Shershahi, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Shall henceforth be known as MD SALEQUE MOMIN. That my name MD SALEQUE MOMIN and SALEK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, JULLUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's Passport No- J9594849, S/o- MOSTAFA. Residing at Vill - Marupur, Post- Shershahi, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Shall henceforth be known as MD JULLUR RAHAMAN MOMIN. That my name MD JULLUR RAHAMAN MOMIN and JULLUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD SELIM SK S/o- MD SOLEMAN, Residing at Vill - Mastarpara Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. That my name SELIM SEKH is wrongly recorded in my Passport No- L6200249. Shall henceforth be known as MD SELIM SK. That my name MD SELIM SK and SELIM SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD MASIDUR RAHAMAN S/o- ESTAB ALI, Residing at Vill - Mahishbathani Post- Barkol, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732128, West Bengal. That my name MASIDUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's School Certificate. Shall henceforth be known as MD MASIDUR RAHAMAN. That my name MD MASIDUR RAHAMAN and MASIDUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RABIRUL HOSEN SK is wrongly recorded in my Passport No- L5351628, S/o- JABEKUL ISLAM SK. Residing at Vill - Dangapara, Post- Velanagar, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Shall henceforth be known as RABIUL HOSEN SK. That my name RABIUL HOSEN SK and RABIRUL HOSEN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOHAMMED NAIYAUDDIN alias MD NAYEMUDDIN (old name) S/O LA RAHMAN Presently residing at 2/2, TILJALA ROAD GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD NAYEEM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 22/08/2023. MOHAMMED NAIYAUDDIN alias MD NAYEMUDDIN and MD NAYEEM both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SUROJ ISLAM (old name) S/O ABAYDUL ISLAM Presently residing at Purba Changdana, Belpur, North 24 Pgs- 743423 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUROJ ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. MD SUROJ ISLAM and SUROJ ISLAM both are same and one identical person.

Name Change

I, TARANA AFROJ BEGUM (old name) W/o SK SUBIR ALI Presently residing at Vill- Godaria, PO-Bargachiya, PS-J.B.Pur, Howrah-711408 WB. India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name AFROJ TARANA which is wrongly recorded in my son Sk Tahsif Ali's passport as TARANA AFROJ BEGUM, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Howrah on 21/08/2023. TARANA AFROJ BEGUM and AFROJ TARANA both are the same and one identical person.

Name Change

I, MD JAMILUDDIN (old name) S/O ABDUL RASHID Presently residing at B/120/1/H/3, Dr. Lalmohan Bhattacharjee Road, Entally, Kolkata-700014 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD JAMIL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. MD JAMILUDDIN and MD JAMIL both are same and one identical person.

Name Change

I, URMILA RAJU GUPTA (old name) W/O LATE RAJU GUPTA Presently residing at 404/A/10 Criper Road, Konnagar, Chandannagar, Hooghly-712 235 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)URMILA GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. URMILA RAJU GUPTA and URMILA GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SANCHITA CHATTERJEE (old name) W/O NILADRI CHATTERJEE Presently residing at 23/2, Kazi Para Road, Parnashree Pally, Kolkata-700060 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SANCHITA ADHIKARY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. SANCHITA CHATTERJEE and SANCHITA ADHIKARY both are same and one identical person.

Name Change

I, Ghazala Parween (old name) W/O Md Zainul Abedin Presently residing at Indraprast Pally Asansol, PS- Hirapur, Pin- 713301, Paschim Bardhaman West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gazala Perween, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. Ghazala Parween and Gazala Perween both are same and one identical person.

Name Change

I, SURENDRA KR SINGH (old name) S/O I P SINGH (Old Name) Presently residing at 6/3D, PAN BAGAN LANE KOLKATA (M CORP.), KOLKATA 700014 West Bengal, India, have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SURENDRA PASWAN S/o ISHWARI PASWAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/08/2023. SURENDRA KR SINGH S/O I P SINGH and SURENDRA PASWAN S/o ISHWARI PASWAN both are same and one identical person.

Name Change

I, ANKITA DAS (old name) W/O Prithiraj Sanyal Presently residing at 32/6, Brojonath Lahiri Lane, Ramrajatala, Dist- Howrah-711104 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANKITA SANYAL, vide an affidavit sworn before The Ld. Metropolitan Magistrate 1 st Class at Kolkata on 21/08/2023. ANKITA DAS and ANKITA SANYAL both are same and one identical person.

Name Change

I, AFSANA KHATOON D/O Mukhtar Ahmad residing at Masjid Mohalla, PO-Angus, PS-Bhadreswar, Dist- Hooghly, Pin- 712221 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my husband's actual and proper name is MOHD SALIM NOORULISLAM SHAIKH instead of MD SALIM NOORUL ISLAM SAIKH which has been inadvertently written and recorded in my daughter's birth certificate, vide an affidavit sworn before Ld Court Judicial Magistrate 1st Class at Sadar, Hooghly. on 23/08/2023. MOHD SALIM NOORULISLAM SHAIKH and MD SALIM NOORUL ISLAM SAIKH both are same and one identical person.

পাচারে বাধা দিতেই আক্রমণ, বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাচারকারীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ আবার বিএসএফের জওয়ানের গুলিতে বাংলাদেশী পাচারকারীর মৃত্যু হল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার কালিয়াচকের নওদা এলাকায়। দেহটি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাওয়া যায় বলেই খবর। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে কালিয়াচকের নওদা এলাকা সীমান্ত থেকে ফেনসিডিল পাচার করছিল পাচারকারীরা। বিষয়টি বিএসএফের নজরে পড়তেই বাধা দেওয়া হয়। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ, দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালায় পাচারকারীরা। এরপরই পাল্টা গুলি চালায় বিএসএফ। তাতেই মৃত্যু হয় বাংলাদেশের এক পাচারকারীর। ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নানা এলাকায় সম্প্রতি অনুপ্রবেশ, পাচার সমস্যা বাড়ছে বলে অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে প্রকাশ। তারপর থেকেই আরও সচেতন জওয়ানরা। তারই মাঝে একের পর এক এহেন ঘটনা বাড়াচ্ছে উদ্বেগ।

নাবালিকা হত্যাকান্ড, পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি অনীত থাপার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ একাদশ শ্রেণীর নাবালিকাকে হত্যা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। গতকাল তাকে আদালতে তোলা হয়। আদালতে তোলার সময় বহু মানুষ আদালত চত্বরে জমায়েত হয় এবং অপরাধীকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী জানাতে থাকে। এরপর মাটিগাড়া থানার সামনেও বহু মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্লোগান দেন। গতকালের এই বিক্ষোভ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে অশান্ত জনতাকে শান্ত করতে পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতেও দেখা গিয়েছে। গতকালই এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা, সেই সঙ্গে পুলিশি তৎপরতার প্রশংসাও করেছেন তিনি। আজ সকালে তিনি শিলিগুড়িতে পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। অনীত থাপা বলেন, শিলিগুড়ি হত্যাকান্ড শুধুমাত্র গোর্খা সম্প্রদায়কেই নয়, সমস্ত মানবজাতিকেই স্তম্ভিত করেছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে পুলিশি হেফাজতেও নেওয়া হয়েছে। এবার এই তদন্ত দ্রুততার সাথে শেষ করে আসামিদের যথাযুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবী শুধু আমার নয়, এই দাবী জনগণ ও নির্যাতিতার পরিবারের। এই হত্যা মামলায় কেউ যেন জাতপাত না দেখায়, কোনো রাজনৈতিক রং যেন দেখা না হয়। পুলিশ প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের একটাই দাবী আক্রান্তের পরিবার যেন বিচার পায়।

লোকশিল্পীদের নিয়ে কর্মশালার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় লোকশিল্পীদের নিয়ে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা হ'ল মঙ্গলবার। বর্ধমানের এগ্রিকালচার ফার্মের ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত ওই কর্মশালা চলবে ৩ দিন। মূলতঃ লোকশিল্পীদের কর্মশালা সম্পূর্ণ টুসুর উপরে আজ থেকে শুরু হল আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মশালা। হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পীদের গান ফিরিয়ে আনতে মূলত এই উদ্যোগ। এই কর্মশালার প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্যরা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার বলেন, সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এই লোকশিল্পীদের আগে কোনরকম সম্মান ছিল না, পরিচিতপত্র ছিল না, আর্থিক ভাবে অনুদানও ছিল না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যেমন লোকশিল্পীরা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে, তেমনি তাদের উৎসাহে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি, হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পগুলি ফের মানুষের সামনে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল জানান, যেভাবে সমাজের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পীদের সামনে নিয়ে আসা এবং লোকশিল্পকে ফুটিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে তাতে বাংলার হৃত গৌরব ফিরে আসছে। অচিরেই এই কর্মশালার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে, যাতে লোকশিল্পীরা হারিয়ে না যায়। সরকারের এই উদ্যোগে খুশি কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী লোকশিল্পীরা।

মেট্রো রেলে বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ আজ ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার (VRSP) প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মেধাবী সেবা প্রদানকারী আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও কর্মকর্তাদের নির্বাচিত গ্রুপকে সম্মানিত করেন। মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে সেরা অফিস কিপিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগে পাঁচটি দলকে লোভনীয় সামগ্রিক দক্ষতা শিল্ড তুলে দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন সেরা রক্ষণাবেক্ষণ করা মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনের পুরস্কার জিতেছে। এছাড়াও ৬ জন কর্মীকে বিশেষ রেল সেবা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগের আরও ১৮ জন কর্মীকে তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য স্টার পারফর্মার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে, শ্রী রেড্ডি, সমস্ত পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে মেট্রো রেলওয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে ইয়োমেন পরিষেবা প্রদান করেছে। এই অনুষ্ঠান সকল স্টেকহোল্ডারদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য আগামী দিনে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে, তিনি যোগ করেন। এই প্রসঙ্গে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমস্ত অফিসার এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের এই প্রোগ্রামের পরে চন্দ্রের পৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩-এর সফল সফট ল্যান্ডিং দেখানো হয়েছিল।

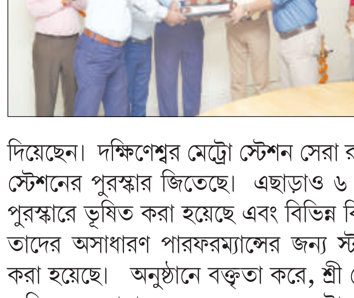

হাওড়ায় সিগন্যালিং সিস্টেমের আধুনিকীকরণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ নিরাপত্তা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রেলওয়েতে সিগন্যালিং সিস্টেমের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকেলে ম্যানুয়াল সিগন্যালিং পদ্ধতিগুলিকে উন্নত প্রযুক্তির সাথে প্রতিস্থাপন করে, রেলওয়ে ট্রেনের সময়ত্ব উন্নত করতে পারে, অপ্রীতিকর ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পারে এবং ট্র্যাকের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করতে পারে। তদনুসারে, হাওড়া গুডস, হাওড়া স্টেশনে প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বিদ্যমান লিভার ফ্রেম যান্ত্রিক সিগন্যালিং গিয়ারের প্রতিস্থাপন এবং পয়েন্ট এবং সিগন্যালের কেন্দ্রীভূত অপারেশনের জন্য প্রাক-নন ইন্টারলকিং নন ইন্টারলকিং কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে ২৪.০৮.২০২৩ থেকে ২৭.০৮.২০২৩ পর্যন্ত। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে - ১৮০১২ চক্রধরপুর - হাওড়া এক্সপ্রেস ২৫.০৮.২০২৩ ও ১৮০০৬ জগদলপুর - হাওড়া সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে সাঁতরাগাছিতে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ১২২২২ হাওড়া-পুনে এসি দুরন্ত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ০৬.৪৫ ঘণ্টার পরিবর্তে। ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে। অধিকন্তু, ১২১২৯ পুনে- হাওড়া আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস এবং ১২৮৩৮ পুরী- হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে যথাক্রমে ৯৫ মিনিট এবং ৬০ মিনিটের জন্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

মিজোরামে নির্মীয়মান ব্রীজ ভেঙে দুর্ঘটনায় মালদার একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ আগস্ট ঃ মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রীজ ভেঙে দুর্ঘটনায় মালদার একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হল। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। সম্পূর্ণ পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে ওই পরিবারটি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যুর খবর মালদার পুখুরিয়া থানার কোকলামারী চৌদুয়ার গ্রামে পৌঁছাতেই রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন গ্রামের কোনো বাড়িতেই জ্বলেনি উনুনও। দুপুর থেকে এই গ্রাম জুড়ে শুধু চলছে কান্নার রোল। যদিও এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালদার কমপক্ষে ২৫ জন শ্রমিকের মিজোরামের নির্মীয়মান রেল ব্রীজ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। এই মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও অনুমান করছে প্রশাসনের একাংশ। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশের বাড়ি রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ার গ্রামে। এই গ্রাম থেকে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক মিজোরামে গেছেন বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। এছাড়াও মালদার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ব্লক থেকেও অনেক শ্রমিকেরা গেছেন মিজোরামে। যেখানে এই নির্মীয়মান রেল ব্রীজ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মালদা শ্রমিকেরা। এদিকে পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামের একই পরিবারের যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের নাম, সাইদুর রহমান (৩০), মোজাফফর আলী (৩০)। এরা সম্পর্কে দুই কাকাতো ভাই। ওয়াসিম শেখ (২০), সেবু শেখ (২০)। মৃত এই দুইজন প্রথম মৃত দুইজনের সম্পর্কে ভাইপো। আনসারুল শেখ (১৯) এবং মোশারফ শেখ(২০) মৃত এই দুইজন সাইদুর রহমানের ভাগ্নে। মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় দেড় আগে সাইদুর সহ পরিবারের ছয় জন পুরুষ মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বুধবার দুপুরে তারা মোবাইল মারফত জানতে পারেন মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে একটি নির্মীয়মান রেল সেতু নির্মাণের সময় সেটি ভেঙে পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় পরিবারের ছয় জনই মারা গেছে। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। মৃতদের এক আত্মীয় মোহাম্মদ হামিদুর রহমান বলেন, সাইদুর রহমান এবং মোজাফফর আলী সহ পরিবারের ছয়জন পুরুষ হৈ হৈ করতে করতে মিজোরামে গিয়েছিলেন। মোটা টাকা কাজ করে রোজগার করে নিয়ে আসবেন। কুড়ি থেকে বাইশ জনের পরিবার। তাদের জন্যই ওরা মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় সব শেষ করে দিল। নির্মীয়মান যে রেল ব্রিজটি তৈরি হচ্ছে, সেটি নাকি ৫০ তলা বিল্ডিং-এর থেকে উঁচু। সেখান থেকেই হুড়মুড়িয়ে গোটা ব্রিজটা ভেঙে পড়লো। মোবাইলে যখন ছবি দেখেছি তখন কোনো আত্মীয়ের ছবি চিনতে পারছিলাম না। এতটাই বাজে অবস্থা ছিল। পরিবারটা অসহায় পড়লো। অনেকের স্ত্রী, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং প্রশাসন যাতে সহযোগিতা করে এই দাবি আমরা রেখেছি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, চৌদুয়ার গ্রামের যারা মিজোরামে এই নির্মীয়মান রেল ব্রিজে কাজ করছিলেন, তাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে। অনেকের দেহ এখনো পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি এবং খুঁজেও পাওয়া যায় নি। পাহাড়ের নিচে দেহ ছিটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখন সরকারের সহযোগিতায় আমরা আশা করছি। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক মালদা সদর এবং চাঁচল মহকুমা শাসক সহ পদস্থ কর্তারা মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সব রকম সহযোগিতা আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এখনো পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেই ব্যাপারে পরিস্কার কিছু বলা যাচ্ছে না।

ছাত্রী খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি বন্‌ধের ডাক হিন্দু সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় স্কুল ছাত্রী খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি বন্ধের ডাক দিল হিন্দু সংগঠন। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত সহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরং দলের দিকে। যদিও তাদের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বুধবার সকালে বজরং দলের সদস্যরা শহরজুড়ে মিছিল শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে শুরু করে দার্জিলিং মোড়, মাল্লাগুড়ি হয়ে মিছিল এগোচ্ছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজনকে ঘটনায় আটক করা হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে স্কুল ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মেয়েটির পরনে ছিল স্কুলের পোশাক। ওই কিশোরীকে ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। জানা গেছে, দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন একটি নেপালি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া ছিল কিশোরী। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, সোমবার সাড়ে তিনটে নাগাদ এলাকারই এক পড়ুয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ পায়। বাড়ি এসে বিষয়টি সে পরিবারের লোকেদের জানায়। এলাকার লোকজন মিলে পরিত্যক্ত বাড়িটিতে গিয়ে দেখতে পান, মাটিতে পড়ে রয়েছে ওই কিশোরীর রক্তাক্ত দেহ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়। ঘটনাস্থলে আসেন এসিপি রাজেন ছেত্রী, ডিসিপি অভিষেক গুপ্তা এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্মীরা। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওইদিনই গভীর রাতে শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। রাতেই তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে অভিযুক্তকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে, এই দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি আদালতে আন্দোলনে শামিল হন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। বিকেলে যখন অভিযুক্তকে আদালত থেকে বের করা হচ্ছিল, সেই সময় তার ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ পালটা লাঠিচার্জ করে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির কোর্টমোড়ে। এরপর রাতে অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে।

শিলচর-নাহরলগুন ও আগরতলা-গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৩ আগস্ট ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে শিলচর-নাহরলগুন ও আগরতলা-গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা আগামী মাস থেকে উভয় দিকে আরও ১৩ ট্রিপের জন্য নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ অংশ থেকে এবং পর্যন্ত ভ্রমণীকারী যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে এই স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিষেবা বৃদ্ধি করা হবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ (শিলচর-নাহরলগুন) স্পেশাল-এর পরিষেবা ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক সোমবার ১৩.৫০ ঘণ্টায় শিলচর থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ (নাহরলগুন-শিলচর) স্পেশাল-এর পরিষেবা ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক মঙ্গলবার ১০.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার ও স্লিপার ক্লাস সহ মোট ২০টি কোচ থাকবে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৫৬২৮ (আগরতলা-গুয়াহাটি) স্পেশাল-এর পরিষেবা ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ ট্রিপের জন্য অব্যাহত থাকবে। ট্রেনটি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ১৯.০০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৫৬২৭ (গুয়াহাটি-আগরতলা) স্পেশাল-এর পরিষেবা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ ট্রিপের জন্য অব্যাহত থাকবে। ট্রেনটি প্রত্যেক শুক্রবার ১৩.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.১০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস সহ মোট ২১টি কোচ থাকবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের বায়োটেকনোলজি বিভাগ পরিদর্শন করে গেলেন জাপান থেকে আসা প্রতিনিধিদল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ আগস্ট ঃ অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি জৈব সার ব্যাবহারে অনেকটাই এগিয়ে আছে জাপান। এবারে তাঁরা ভারতের মডেলে তাদের দেশে কেঁচো সার তৈরি করতে চায় চাষের কাজে। আর তাই ভারতের বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে চার দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা। ৩০ জনের এই প্রতিনিধিদল বুধবার গ্রামীন স্তরে কিভাবে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে দক্ষিন ২৪ পরগনার নিমপিঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাঁরা আশ্রমের বিবেকানন্দ বায়ো টেকনোলজি বিভাগের বায়ো গ্যাস প্লান্ট, সুন্দরবনের মধুর চাষ, জৈব সার, মাসরুম চাষ সহ বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন। এদিন জাপানি দলের নেত্রী ও জাপান সোসাইটি অফ মেটেরিয়ালস সাইকেল অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে মিসুজু আশারি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরো গভীরতর হবে। তাঁরা ভারতের এই রাজ্যের কেঁচো সার প্রকল্প দেখে খুশি। তাদের খুবই ভালো লেগেছে। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহযোগিতা পেলে তাঁরা জাপানেও কৃষি কাজের জন্যে এই ভাবে কেঁচো সার তৈরি করতে আগ্রহী। তাঁরা এ রাজ্যের কেঁচো সার প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন। এদিন জাপানি দলের প্রতিনিধিদের সাথে থাকা ইন্টার ন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটারের প্রধান ড. সাধন কুমার ঘোষ বলেন, জাপানের প্রতিনিধিরা এরাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দেখে মুগ্ধ। তাঁরা এদিন জানিয়েছে কোলাবোরেশান পেলে কেঁচো সার, সহ নানা প্রকল্প তাদের দেশে তাঁরা করতে চায়। এদিন নিমপীঠ বিবেকানন্দ বায়োটেকনোলজির বিভাগীয় প্রধান প্রভেসর বি কে দও জাপানি প্রতিনিধি দলকে তাদের কাজ গুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।এর পরে এ দিন জাপানী প্রতিনিধি দল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন ময়লাপোতার বায়োগ্যাসের প্লান্ট ঘুরে দেখেন। তথ্য সংগ্রহ করেন কিভাবে এই গ্যাস তৈরি হচ্ছে। আর এই গ্যাস আলো জালা, রান্নার গ্যাস সহ একাধিক কাজে কিভাবে ব্যবহৃত হন তাও জানেন।এদিন ৩০ জনের প্রতিনিধিদল ছিলো জাপানীদের।

১১ দফা দাবিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় স্মারকলিপি জমা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ আগস্ট ঃ ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় স্মারকলিপি জমা দিলো নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়েজ

ইউনিয়নের। বুধবার সংগঠনের নেতৃত্বরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিনের দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা যে বেসরকারিকরণের পথে এগোচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে সহ একাধিক দাবিতে এদিন তারা এই স্মারকলিপি জমা দেন।

জয়নগর থেকে খোরপোষ মামলায় ধৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ আগস্ট ঃ ২০২১ সালের ২০ মে বকুলতলা থানার তেলিপুকুর এলাকায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর খোরপোষ মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে মঙ্গলবার বকুলতলা থানার তেলিপুকুরের বাড়ি থেকে জয়নাল আবেদীন গায়েন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে বকুলতলার থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আবার এবছরের ৩০ জানুয়ারি বহড়ু এলাকায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর করা খোরপোষ মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে মঙ্গলবার জয়নগর থানার বহড়ু ঢিবির হাটের বাড়ি থেকে আহমেদ ঢালি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

পুজোর সময় সারারাত বাস চলবে কলকাতায়, জানালেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ আগস্ট ঃ দুর্গা পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। আর পুজো মানেই ঠাকুর-দেখার প্ল্যানিং। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতা এসে পুজো দেখেন করেন বহু মানুষ। পায়ে হেঁটে মণ্ডপ দর্শন চলে গভীর রাত পর্যন্ত। তাই ওই কয়েকটা দিন যানবাহনের ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ গুরুত্ব। রাতে ফেরার সময় যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়, সে জন্য সারা রাত পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল আগের বছর। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই জানালেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, শহরের পাশাপাশি গ্রামের পুজো পরিক্রমার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। হুগলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, পুজোর সময় সারারাত বাস চলবে কলকাতায়। বাড়তি বাস নামানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, রাতে পায়ে হেঁটে দূরের স্টেশনে ফেরার দরকার হবে না। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলীতে যে সব জায়গায় বড় পুজো হয়, সেখানেও সারারাত যাতে বাস চলে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। জানালেন পরিবহন মন্ত্রী। পুজো উপলক্ষ্যে এক প্রশাসনিক ও সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে পুজোর সময় বেশি সংখ্যক বাস চালানো যায়। যাঁরা প্রবীন নাগরিক, তাঁদের জনপ্রিয় পুজোগুলো দেখানোর জন্য পরিবহন দফতর থেকেই ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। কলকাতার পাশাপাশি পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা থাকবে শিলিগুড়ি আসানসোলের মতো শহরেও। থাকবে দর্শণার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজের বন্দোবস্তও।

তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সিজগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাঞ্চনগড়িয়া কবিরাজ পাড়ার ভরতপুর ১ নং ব্লকের ১৬ নং পঞ্চায়েত সমিতির আসনের তৃণমূলের প্রার্থী পলাশ কবিরাজের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। গতকাল আনুমানিক রাত্রি ১১টা নাগাদ ১০ থেকে ১২ জন দুস্কৃতী বাইকে করে গিয়ে হামলা চালায়, গালি গালাজ করে এবং ইঁট ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। হামলার অভিযোগ অন্য কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়, সন্দেহভাজন সিজগ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান রাসমিনা বিবির স্বামী তথা সিজগ্রাম অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আমীর হামজা ওরফে থামের মদতপুষ্ট দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। আমীর হামজা ওরফে থামের দাবি, হামলার ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, পলাশ কবিরাজ ঋণে জর্জরিত, পাওনাদাররা বহুবার তার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। হামলা চালালে তার দায় আমি নেব না বলে দাবী করেন আমীর হামজা ওরফে থাম। পলাশ কবিরাজের অভিযোগ আমীর হামজা ওরফে থাম দফায় দফায় তাকে ফোন করে এবং গালিগালাজ করে হুমকি দেয়। শত্রুতার সূত্রপাত পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে পলাশ কবিরাজের অনুগামীরা তার পক্ষে দাঁড়ায়নি। সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটাচ্ছে থাম। যদিও পলাশ কবিরাজ ক্যমেরার সামনে অভিযুক্তদের নাম নিলেও, ভরতপুর থানায় লিখিত অভিযোগে কারো নাম নথিভুক্ত করেননি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে, দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ।

গোরক্ষপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর, ২৩ আগস্ট ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ২৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে বান্দ্রা টার্মিনাস পর্যন্ত একক যাত্রার জন্য ০৫৩০১ গোরক্ষপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস বিশেষ ট্রেন চালাবে। এই ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড প্রতিরোধের নিয়ম মেনে চলতে হবে। ০৫৩০১ গোরখপুর - বান্দ্রা টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন ২৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে একমুখী যাত্রার জন্য গোরক্ষপুর থেকে ০৮.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং খলিলাবাদ থেকে ০৯.১০ টায়, বাস্তি ০৯.৩৯ টায়, গোন্ডা ১১.০৫ টায়, কান ৫ ঘন্টা ১৩ টায় সেন্ট্রাল।, কনৌজ ১৫.০৫ টায় ১৬.২৮ এ, ফারুখাবাদ থেকে ১৭.৩৭ এ, কাসগঞ্জ থেকে ১৯.২০ এ, মথুরা জং। ২১.৩৫ টায়, আছনেরা ২২.৪৫ টায়, ভরতপুর ২৩.৩৭ টায়, কোটা ০২.২০ টায়, রতলাম ০৬.১০ টায়, ভাদোদরা ১০.১০ টায়, সুরাট ১২.২০ টায়, সুরাট ১২.২০ টায়, ভাপিভলি ৫ ঘন্টা ৫ টায়। বান্দ্রা টার্মিনাস ১৬.২৫ টায় উইল পৌঁছানো এই ট্রেনে ১৮ টি স্লিপার ক্লাস এবং ০২ টি এসএলআরডি কোচ সহ মোট ২০ টি কোচ লাগানো হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/7/23-24/B
Name of the work: **Improvement of Bustee passage near Premises No. 19, Dharmatala Road and its surroundings in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,68,813.36.** Earnest money: ₹ **7,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/8/23-24/B
Name of the work: **Improvement of Bustee drainage system near Premises No. 19, Dharmatala Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,91,756.61.** Earnest money: ₹ **7,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/9/23-24/R
Name of the work: **Repairing and renovation of sanitary latrine at Christopher Road, D.C. Dey Road, New Tangra Road etc. and its surrounding areas in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,514.35.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/6/23-24/B
Name of the work: **Maintenance of Bustee drainage system at Swinhoe Lane, B.D.M. Bari Lane, Bose Pukur Road and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,20,785.00.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/24/23-24/R
Name of the work: **Restoration of concrete passages near 3A/1, 17, 39, 5/3 Pottery Road, 48/9/F R.N.C. Road, 8 Hazrabagan Lane, 91 D.C. Dey Road etc. and its surroundings disturbed by CESC in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,67,678.98.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/5/23-24/R
Name of the work: **Repairing of Kennels and other allied works at Dhapa Dog Pound in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,22,233.42.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/7/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of passage (disturbed by W/S Deptt.) at 38 Pulin Khatic Road and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,89,421.08.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **07.09.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2023 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/011/2023-2024/R
Name of the work: **Maintenance of road by laying hot asphaltum mixture at Jelia Para Road near Premises No. Z-3/519/1, Z-3/542/B etc. in Ward No.-141, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,59,672.78.** Earnest money: ₹ **7,200.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/034/2023-2024/R
Name of the work: **Restoration of asphaltum road disturbed by C.E.S.C at Bichali Ghat, Bengali Bazar area N/H/No. B-163, B-158, B-164, B-177/1 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,97,951.63.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/033/2023-2024/R
Name of the work: **Restoration of paver block & I.P.S. passage disturbed by C.E.S.C. at Bengali Bazar, Bichali Ghat Lane etc. N/H/No. B-91, B-87, B-54, B-73, B-150/1, B-176 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,83,136.67.** Earnest money: ₹ **7,700.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/022/2023-2024/R
Name of the work: **Maintenance of surface drain near Satghara Lane and Bye Lane area in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,72,679.16.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Date of opening of tender: **11.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/16/2023-2024
Name of the work: **Repairing of footpath at Surya Sen Street in Ward No.-037 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,597.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **07.09.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/013/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of paver block & I.P.S. footpath/passages at 8/1, 8/3 Ahiripukur 1st Lane, 30/A Dover Road etc. in Ward No.-69.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,97,143.02.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/010/2023-2024/R
Name of the work: **Providing and fixing M.H., G.P., C.P. cover etc. in different location within Ward No.-83.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,701.19.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **150 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **09.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/016/2023-2024/R
Name of the work: **Supplying & fitting fixing of M.H. cover, G.P., C.P. cover at different places in Ward No.-086.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,769.87.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2023 - 12 noon.** Date of opening of tender: **12.09.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

(624/23-24)

রোহিতের অধিনায়কত্বে মুগ্ধ হয়েছেন ইয়ন মর্গ্যান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিরাট কোহলি পরবর্তী অধ্যায়ে তিন ফর্ম্যাটেই ভারতীয় সিনিয়র দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রোহিত শর্মা। দায়িত্ব নেওয়ার পরে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত এখন পর্যন্ত কোনও আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল তাদের। এরপরে ও রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা নয় বরং তাঁর অধিনায়কত্বের ফ্যান বলেই জানিয়েছেন আরেক প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান। আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিতের অধিনায়কত্ব দেখতে যে তিনি মুখিয়ে রয়েছেন তাও জানিয়ে দেন তিনি। ৫ অক্টোবর থেকে ভারতে শুরু হতে চলেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। রোহিত শর্মার ভারতের প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর। প্রতিপক্ষ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। ১৪ অক্টোবর রয়েছে ভারত বনাম পাকিস্তান মহারণ। এই টুর্নামেন্টের অধিনায়ক রোহিতের পাশাপাশি ব্যাটার রোহিত ও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছেন ভারতের জন্য বলেই মত ইয়ন মর্গ্যানের। ২০১১ সালে ভারতের মাটিতে আয়োজিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এরপর ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তাদের শেষ আইসিসি ট্রফি জয়। অর্থাৎ গত দশ বছরে আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারতীয় দল। সেই খরাও কাটানোর চাপ থাকবে রোহিতদের উপরে বলেই মনে করছেন মর্গ্যান। এমন আবহেই রোহিতের যে নেতৃত্ব-দর্শন তা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন ইয়ন মর্গ্যান। মর্গ্যানের জানিয়েছেন, ''আমি রোহিতের অধিনায়কত্বের বড় ভক্ত। ও যখন অধিনায়ক ছিল না, তখনও মাঠে ও ড্রেসিংরুমে দলের হয়ে ওঁকে অবদান রাখতে দেখেছি। ওই সময় যে ক্রিকেটাররা ওঁর সঙ্গে খেলেছে সেইসব ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বললে এটাই জানা যাবে। বিরাট কোহলি যেমন অধিনায়কত্বের ব্যাপারে ভীষণ গুরুগম্ভীর, রোহিতও তেমন। ওঁর ঠান্ডা মাথা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অভিজ্ঞতা। এই দুইয়ের মিশেল ও ঘরের মাঠে কাজে লাগাতে পারবে।'' উল্লেখ্য মর্গ্যানের নেতৃত্বে ২০১৯ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। পাশাপাশি মর্গ্যান আরো জানিয়েছেন, ''ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলা একটা বড় সুবিধা। কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি সহ খুটিনাটি অনেক কিছুই জানা থাকে। বিশেষ করে যখন চাপ মাথায় চেপে বসে তখন এগুলো কাজে দেয়। আর সেই কারণেই ভারতকে এই বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট বলেই ধরছি।''

ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে গিলের বড় লাফ, প্রথম দশে দুই ভারতীয়

দুবাই, ২৩ আগস্টঃ এশিয়া কাপের আগে তিন ফরম্যাটের র‍্যাঙ্কিং ঘোষণা করেছে আইসিসি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু এশিয়া কাপ। তারপর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধ। তাই ওডিআই ফরম্যাটের র‍্যাঙ্কিংয়ের দিকেই নজর বেশি। ওডিআই ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে দেশের তরুণ ওপেনার শুভমন গিলের। পঞ্চম স্থানে ছিলেন গিল। একধাপ উপরে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন গিল। ২০২৩ সালে গিলের ব্যাট থেকে রানের ফুলঝুরি ছুটেছে। এখনও পর্যন্ত খেলা ১২টি ম্যাচে তিনটি শতরান এবং দুটি অর্ধশতরানের সাহায্যে ৭৫০ রান করেছেন। যার মধ্যে ২০৮ রান সর্বাধিক স্কোর। প্রথম দশে গিল ছাড়াও রয়েছেন বিরাট কোহলি। অর্থাৎ কিং এবং প্রিন্স উভয়ই ব্যাটারদের প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন। কোহলি রয়েছেন তালিকার ৯ নম্বরে। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা রয়েছে ১১তম স্থানে। ভারতীয়দের মধ্যে টি ২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে পয়লা নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন সূর্যকুমার যাদব। টেস্টে স্পিনারদের তালিকায় রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং অলরাউন্ডারদের তালিকায় রবীন্দ্র জাডেজা শীর্ষে রয়েছেন। ওডিআই ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছেন ক্যাপ্টেন বাবর আজম। ইমাম উল হক রয়েছেন তৃতীয় স্থানে।

বুমরাহ ও প্রসিধের আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল

বিশ্বকাপের আগে সতর্কবার্তা ভারতীয় কোচের

ডাবলিন, ২৩ আগস্টঃ প্রায় ১১ মাস পর ভারতীয় দলে চোট কাটিয়ে কামব্যাক করেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ড সফরে রয়েছেন তিনি। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে ভারতীয় দল। দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে বুমরাহর নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। শুধু বুমরাহ একাই নন, বল হাতে ভালো পারফরম্যান্স করেছেন প্রসিধ কৃষ্ণাও। এই দুই পেসারই এশিয়া কাপের দলে রয়েছেন। বুমরাহ এবং কৃষ্ণার আয়ারল্যান্ড সফর নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সেরা সুযোগ। সেটাই তারা করেছেন। তবে আয়ারল্যান্ডে সফরকারী ভারতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করছেন সিতাংশু কোটাক। তিনি মনে করেন এশিয়া কাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য বুমরাহ এবং প্রসিধকে আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রসঙ্গত, এই দুই পেসার এশিয়া কাপে খেলছেন। মনে করা হচ্ছে এশিয়া কাপের দলকেই আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপে দেখা যাবে। ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে বিশ্বকাপের দলে দেখা যাবে বুমরাহ এবং প্রসিধকে। স্বাভাবিক ভাবে এই দুই

পেসারের কাছেই এই আয়ারল্যান্ড সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারা ভালো পারফরম্যান্স করেছেন। কিন্তু এই সফরের টিম ইন্ডিয়ার কোচ মনে করছেন আরও প্রস্তুতি নিতে হবে এই দুই পেসারকে। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে সিতাংশু কোটাক বলেন, ''সামনেই এশিয়া কাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। এই দুই মেগা ইভেন্টের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা নেই এই বুমরাহ এবং প্রসিধ কৃষ্ণার। যদিও বুমরাহ প্রস্তুতির সুযোগ অনেকটাই কম পেয়েছে। কারণ ও সদ্য চোট থেকে কাটিয়ে উঠেছে। তবে দুই পেসারই ফিট রয়েছে। ওরা কোনও চাপে নেই। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দারুণ প্রস্তুতি সেরেছে। ওরা স্মার্ট। এই সিরিজে দেখে মনে হয়নি, দীর্ঘদিন পর ম্যাচ খেলছে। কিংবা দীর্ঘ সময় ম্যাচ প্র্যাক্টিস পায়নি। সব সময়ই মনে হয়েছে, সবরকম ভাবে প্রস্তুত। শুধু একটাই বিষয়, বিশ্বকাপের আগে আরও অনেক ম্যাচ খেলা প্রয়োজন। এশিয়া কাপে সেই সুযোগটা পাবে।'' ক্যারিবিয়ান সিরিজে ভালো পারফরম্যান্স করলেও আয়ারল্যান্ড সফরে প্রথম দুই ম্যাচে তেমন কোনও সাফল্য পাননি তিলক বর্মা। যদিও সিতাংশু কোটাক মাটেই তা নিয়ে চিন্তিত নন। তিনি জানিয়েছেন, ''ওর একটু প্রস্তুতি প্রয়োজন। নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। কয়েকটি ম্যাচ খেলেছে। ফলে অভিজ্ঞতাও অনেক কম। তবে ধীরে ধীরে নিজেদের আরও পরিণত করে তুলবে ও।''

মৃত্যুর খবর ভুয়ো, স্ট্রিক বেঁচে আছেন

হারারে, ২৩ আগস্টঃ 'হিথ স্ট্রিককে নিয়ে অনেক খবর পড়লাম, আমি খুব খুশি সেই খবর সত্যি ছিল না'-অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্টের টুইট। শুধু গিলক্রিস্ট কেন, জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদে পুরো ক্রিকেট বিশ্বই তো স্ট্রিকের মৃত্যু সংবাদ সরিয়ে নিয়েছে। মিড ডে স্বয়ং স্ট্রিককে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বেঁচে আছেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার। নিজের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়াকে দুঃখজনকও বলেছেন স্ট্রিক। হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় স্ট্রিক মিড ডেকে বলেন, 'এটা গুজব। আমি জীবিত আছি,

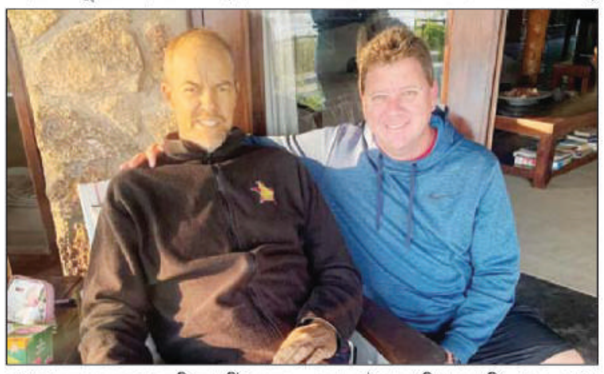

শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। স্ট্রিকের প্রাক্তন সতীর্থ হেনরি ওলোঙ্গারের একটি টুইটকে সূত্র ধরেই সংবাদসংস্থা রয়টার্সসহ বিশ্বের বড় বড় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল মারা গেছেন ক্যানসারে আক্রান্ত স্ট্রিক। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরই সেই ওলোঙ্গাই আবার আগের টুইট মুছে দিয়ে জানালেন বেঁচে আছেন স্ট্রিক। ওলোঙ্গা লিখেছেন-'মৃত্যুর সংবাদটি গুজব ছিল'। হিথ স্ট্রিকের সঙ্গে চ্যাট আদান-প্রদানের স্ক্রিন শট দিয়ে ওলোঙ্গা আবার লেখেন, 'আমি নিশ্চিত করছি, হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদ নিছকই গুজব। তার সঙ্গে মাত্রই কথা হলো। থার্ড আম্পায়ার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। বন্ধুরা, সে বেঁচে আছে'। ওলোঙ্গার ওই টুইটের পর সংবাদ সংস্থা রয়টার্স ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ভালোই আছি। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে এত বড় একটা খবর কারও কাছ থেকে নিশ্চিত না হয়েই কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমার মনে হয় যে সূত্র এই খবর ছড়িয়েছে, তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' স্ট্রিকের আরেক প্রাক্তন সতীর্থ রেমন্ড প্রাইস তো আজ বুধবার সকালে স্ট্রিকের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে ছবিও তুলেছেন। স্ট্রিক যে ভালো নেই, সেই ছবিতে সেটি স্পষ্ট। স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার বড় কারণ ছিল তাঁর শারীরিক অবস্থা। গত মে মাসে খবর আসে কোলন ও লিভার ক্যানসারে ভুগছেন স্ট্রিক। দুর্নীতিবিরোধী বিধির কয়েকটি ধারা ভঙ্গের কারণ ২০২১ সালে আইসিসি তাঁকে আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে।

টালিগঞ্জকে ৪ গোলে উড়িয়ে দিল মহমেডান

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২৩ আগস্টঃ আজকের আগে পর্যন্ত কলকাতা লিগে সাতটা ম্যাচ খেলেছিল মহমেডান স্পোর্টিং। ছটা ম্যাচ জিতেছিল। একমাত্র হেরে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এর কাছে। আজ নৈহাটির স্টেডিয়ামে নামার আগে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কলকাতার তৃতীয় প্রধান। একদিন আগেই কোচ মেহরাজ উদ্দিনকে সরিয়ে দিয়েছিল সাদা কালো। আজ কেয়ারটেকার কোচ হিসেবে ছিলেন শাহিদ রামন। আর লিগ টেবিলে ৯ নম্বরে ছিল টালিগঞ্জ অগ্রগামী। ১৫ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করল মহমেডান। তন্ময় ঘোষের পাস থেকে অভিষেক হালদার দুর্দান্ত বা পায়ের শটে এগিয়ে দিলেন মহমেডানকে। এরপর ৩৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সাদা কালোর। সাঙ্গার মাইনাস থেকে অভিজিৎ সরকার গোল করলেন। টালিগঞ্জ একমাত্র স্ট্রাইকার জর্জকে ওপরে রেখে খেলছিল। আলতামাস, রসৈলি সুযোগ পেলে আক্রমণ তুলে আনছিলেন বিপক্ষ মহমেডেন বক্সে। ৫৭ মিনিটে তিন নম্বর গোল পেয়ে গেল মহমেডান। গোল করলেন অভিজিৎ। ডান দিক থেকে ভেসে আসা বলে ফ্লাইং হেডে নিজের দ্বিতীয় গোল করলেন বাঙালি স্ট্রাইকার। ৭৫ মিনিটে গণেশ বেসরা চতুর্থ গোল করলেন। এই সময় প্রচন্ড বৃষ্টি নামল। কিন্তু টালিগঞ্জ পাল্টা কিছুই করতে পারল না। মহমেডান পরে নিয়ে এল সামাদ, দেঙ্গিল এবং অঙ্কুসানাকে। তবে গোল সংখ্যা বাড়েনি। ডুরান্ড কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর কলকাতা লিগে চার গোলে জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়বে মহমেডানের।

'বুমরাহ ফিরে আসায় দল আরও শক্তিশালী'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ আগস্টঃ প্রায় ১১ মাস পর ভারতীয় দলে ফিরেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আসন্ন এশিয়া কাপের দলের রয়েছেন এই পেসার। স্বাভাবিক ভাবেই বুমরাহর দলে ফেরা অনেকটাই শক্তি বাড়িয়েছে ভারতীয় দলের। বিশেষ করে সামনেই ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। তার আগে বুমরাহর ফিরে আসাটা অ্যাডভান্টেজ বলে মনে করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। সেই সঙ্গে এশিয়া কাপের দল চমকও রয়েছে। ক্যারিবিয়ান সফরে ভালো পারফরম্যান্স করায় এশিয়া কাপে জায়গা করে নিয়েছেন তিলক বর্মা। এছাড়াও কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়াররা রয়েছেন। ব্যাটিং এবং বোলিং অর্ডারে সর্ব শক্তি নিয়ে এশিয়া কাপে

ঝাপাতে চলেছে ভারতীয় দল। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা মনে করছেন এবারের ভারতীয় দলে অনেকটাই ভারসাম্য ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে। যদিও তিলকের সুযোগ পাওয়া নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে ঠিক কথা। তাতে গুরুত্ব দিতে চান না ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। স্টার স্পোর্টসে এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি বলেন, ''এটা খুবই শক্তিশালী দল। বুমরাহ ফিরে এসেছে, যা দলকে আরও শক্তিশালী করেছে। বোলিং আক্রমণ খুবই ভালো। বিশেষ করে শামি, বুমরাহ, সিরাজ এই তিন গুরুত্বপূর্ণ পেসার রয়েছে। এর চেয়ে ভালো ফাস্ট বোলিং আক্রমণ আর হতে পারে না। পাশাপাশি স্পিনে জাদেজা রয়েছে। ভারত দুর্দান্ত দল, এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের সময় ভাল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্রিকেট খেলতে হবে।'' আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় দল। যার মধ্যে সঞ্জু স্যামসন স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসাবে রয়েছেন। এবারের এশিয়া কাপ শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানে হতে চলেছে। ভারতীয় দল গোটা টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কায় খেলবে। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই টুর্নামেন্ট ৫০ ওভারের হতে চলেছে। ফলে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের কাছে সুযোগ বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়ার। কারণ এশিয়া কাপ শেষ হলেই কয়েক দিনের ব্যবধানে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ফলে এটাই নিজেদের প্রস্তুত করার শেষ সুযোগ বলা চলে। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ হওয়ায় অনেকেই ফেভারিট হিসাবে রোহিতদের এগিয়ে রেখেছে। তবে ক্রিকেটে যেহেতু শেষ বলের খেলা, তাই আগে থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়।

পারফরম্যান্স নয়, অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্যই গুরুত্ব নেই চাহালের!

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্টঃ এশিয়া কাপে নেই যুজবেন্দ্র চাহাল! রোহিত শর্মা ও অজিত আগরকর যখন এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করলেন অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। সেই ২০১৭ সাল থেকে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। আইসিসি টুর্নামেন্ট হোক বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার জায়গা চাহাল। অথচ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে সর্বশেষ বড় টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপের ১৭ সদস্যের দলে জায়গা হয়নি তাঁর। রোহিত, আগরকররা এর পিছনে যে যুক্তিই দিক, মন ভেঙে গিয়েছে ৩৩ বছরের লেগ স্পিনারের। এর প্রতিক্রিয়ায় একটি শব্দও খরচ করেননি। কারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এবং বোর্ডের নির্বাচকদের সমালোচনা করা। তাই মেঘে ঢাকা আকাশ আর সূর্যের ইমোজি দিয়ে মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সমালোচনা খাড়া হবে এমন কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মার অবশ্য সেই দায় নেই। এশিয়া কাপে স্বামীর নির্বাচন না হওয়ায় রেগে খাপ্পা হয়েছেন ধনশ্রী। তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা কথাগুলো কি রোহিত-রাহুল-আগরকরদের লক্ষ্য করে? কী লিখেছেন ধনশ্রী? চাহাল-পত্নী

বিস্ফোরক ধনশ্রী

তাঁর ইনস্টা স্টোরি প্রশ্ন করে লিখেছেন, 'আমি এখন খুব গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করা শুরু করেছি। আচ্ছা খুব নম্র এবং অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ হওয়াটা কি কেরিয়ারের উন্নতির জন্য ক্ষতিকর? নাকি জীবনে উন্নতির জন্য আমাদের সকলকে বলিয়ে কইয়ে এবং স্ট্রিট স্মার্ট হতে হবে?' নেটিজেনদের অনুমান অন্তর্মুখী স্বভাবের চাহাল গুরুত্ব না পাওয়ায় এমন প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পোস্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ধনশ্রী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, পারফরম্যান্সের কারণে বাদ পড়েননি যুজি। বরং বেশি বলিয়ে কইয়ে না হওয়ায়, সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তিনি। এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে অনুরাগীদের পাশে পেয়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। বোর্ডকে প্রশ্ন তুলছেন নেটিজেনরা। অনুরাগীদের পাশে পেয়েছেন যুজি।

সেইসব মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধনশ্রী। সবশেষে লিখেছেন, 'সবশেষে তুমি ও তোমার ঈশ্বর রয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা যে এই বিশ্ব তোমার সঙ্গে রয়েছে। কৃতজ্ঞ। ঈশ্বরই সব।'

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনাল্ডোর আল নাসর

রিয়াধ, ২৩ আগস্টঃ সৌদি প্রো লিগে টানা দুই ম্যাচে হেরে আগে থেকেই চাপে ছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসর। সেই চাপ কমানোর লক্ষ্যে আজ এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে আরব আমিরাতের ক্লাব শাবাব আল আহলি বিরুদ্ধে মাঠে নামেন রোনাল্ডোরা। শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচের ৮৭ মিনিট পর্যন্ত ২-১ গোলে পিছিয়েই ছিল রোনাল্ডোরা। কিন্তু এরপরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় সৌদি ক্লাবটি। ৮৮ মিনিটে সমতা ফেরানোর পর যোগ করা সময়ে আরও দুই গোল করে তারা। যা শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলের দারুণ এক জয় এনে দিয়েছে আল নাসরকে। আল নাসরের হয়ে জোড়া গোল করেছেন তালিসকা। আর এই জয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বেও পৌঁছে গেল আল নাসর। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে যায় আল নাসর। বলের দখল রেখে চেষ্টা করে সুযোগ তৈরির। ১০ মিনিটের মাথায় দেখা মেলে রোনাল্ডোর জাদুর। যদিও সেই আক্রমণ থেকে গোল পায়নি আল নাসর। গোলের জন্য রোনাল্ডোদের অবশ্য খুব বেশি অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। ম্যাচের ১১ মিনিটে এগিয়ে যায় আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের শিরোপাধারীরা। ব্রজোভিচের কর্নার থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন তালিসকা। গোল খেয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে শাবাব আল আহলি।

১৮ মিনিটের মাথায় ম্যাচে সমতাও ফেরায় তারা। দলের হয়ে গোল করেন ইয়াহিয়া আল-ঘাসানি। ম্যাচে সমতা ফিরলেও দাপট ছিল আল নাসরের। ২৭ মিনিটে বিফলে যায় রোনাল্ডো-ব্রজোভিচদের দারুণ এক প্রচেষ্টা। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে অবশ্য দুই দলই চেষ্টা করেছে ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার। বিরতির আগে রোনাল্ডোর পায়ের জাদুতে একাধিকবার এগিয়ে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আল নাসর। কিন্তু শেষ বাঁধাটি অতিক্রম করতে পারেনি তারা। এর মধ্যে একাধিকবার পেনাল্টির আবেদনও জানিয়েছিলেন রোনাল্ডো। তবে তাতে সাড়া দেননি রেফারি। বিরতিতে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় বেশ ক্ষোভও দেখিয়েছেন 'সিআর সেভেন।' বিরতির পরপর বড় ধাক্কা খায় আল নাসর। এবার দারুণ ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করে শাবাব আল আহলিকে এগিয়ে দেন আল ঘাসানি। একটু পর ম্যাচে ফেরার দারুণ এক সুযোগ এসেছিল আল নাসরের সামনে। কিন্তু সুবিধাজনক জায়গা থেকে তালিসকার শট বারের ওপর দিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে রীতিমতো মরিয়া হয়ে ওঠে আল নাসর। একের পর এক আক্রমণে শাবাব রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেয় তারা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি আসছিল না কোনওভাবে। ৬২ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোল পেতে পেতেও পায়নি আল নাসর। বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গিসলাইন কোনানের নেওয়া শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এরপরও হাল ছাড়েননি রোনাল্ডোরা। তাঁদের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখে ম্যাচে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে। সুলতান আল ঘানামের গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে আল নাসর। এরপর যোগ করা সময়ে আবারও চমক আল নাসরের। এবার দারুণ এক হেডে রিয়াদের ক্লাবটিকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তালিসকা। সেই যোগ করা সময়ে নিজেদের চতুর্থটিও পেয়ে যায় আল নাসর। এবার রোনাল্ডোর সহায়তায় গোল করেন ব্রজোভিচ। শেষ পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানের জয়েই মূল পর্ব নিশ্চিত করে আল নাসর।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত

Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501